এইচ এস সি ইসলাম শিক্ষা

অধ্যায়-৭: তাসাউফ

প্রশ্ন ▶১ বিশিষ্ট গবেষক ড. বেলাল আনসারী এক সেমিনারে বলেন— ইসলামের দুটি দিক রয়েছে। প্রথমটি হলো ইসলামি বিধিবিধান ও ইবাদত বাহ্যিকভাবে পালন করা, যাতে কর্তব্য পালন হয়। অন্যটি হলো ইবাদত ও কর্তব্য পালনে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা অবলম্বন, যাতে মানবাত্মার সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক গভীর হয়। এ দুটি দিক যেন ইসলামের দেহ ও রূহ। শেষোক্ত দিকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে অনেক মনীষী সাফল্য লাভ করেন। তাঁদের একজন হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে বাগদাদে পড়ালেখা করেন। তার শৈশবকালীন সত্যবাদিতা সম্পর্কে একটি গল্পও প্রচলিত আছে। *[চা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. মুজাদ্দিদে আলফে সানির প্রকৃত নাম কী? ১

খ. 'ইসলামে বৈরাগ্যবাদের স্থান নেই'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন মনীষীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "এ দুটি দিক যেন ইসলামের দেহ ও রূহ"— ড. বেলালের উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজাদ্দিদে আলফে সানির প্রকৃত নাম শায়খ আহমদ সিরহিন্দি (র)।

খ পরিবার-পরিজন ছেড়ে একাকীত্বের জীবন ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়— আলোচ্যাংশে এ বিষয়টিই প্রকাশিত হয়েছে।

ইসলামি শরিয়তে তাসাউফ বা আল্লাহর নৈকট্যলাভকে উৎসাহিত করা হয়েছে কিন্তু এর নামে বৈরাগ্যবাদকে নিষেধ করা হয়েছে। বৈরাগ্যবাদ বলতে পরিবার-পরিজন ছেড়ে শুধু আল্লাহকে পাওয়ার জন্য ধ্যানমগ্ন থাকাকে বোঝায়। মহানবি (স) বৈরাগ্যবাদকে নিরুৎসাহিত করেছেন। এমনকি বৈরাগ্যবাদের ভুল প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করতে নবি (স) অবিবাহিতদের বিবাহিতদের তুলনায় নিকৃষ্ট বলে অভিহিত করেছেন। এছাড়াও বৈবাহিক জীবন ত্যাগকারীদের শয়তানের ভাই বলে ভর্ৎসনা করেছেন।

গ উদ্দীপকে হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (র) এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (র) হলেন ইসলাম ধর্মের অন্যতম প্রধান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। তিনি ৪৭০ হিজরির রমজান মাসে জিলান নগরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ও মাতা উভয়ের দিক দিয়ে তিনি রাসুল (স) এর বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যবাদিতার এক মূর্তপ্রতীক। শৈশবকালেই তিনি সত্যবাদিতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যা উদ্দীপকে বর্ণিত ড. বেলাল আনসারীর বক্তব্যে লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের বিশিষ্ট গবেষক ড. বেলাল আনসারী এক সেমিনারে বক্তব্য দেন। বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে তিনি বলেন, হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে এক মনীষী বাগদাদে পড়ালেখা করেন। তার শৈশবকালীন সত্যবাদিতা সম্পর্কে একটি গল্পও প্রচলিত আছে; যা আব্দুল কাদির জিলানি (র) এর শৈশবের একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে। উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় পঞ্চম শতাব্দীতে কোনো একদিন তিনি তৎকালীন সর্বোচ্চ বিদ্যানগরী বাগদাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে কাফেলা ডাকাতের কবলে পরেন। এমতাবস্থায়ও তিনি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেননি। তিনি জামার আস্তিনের নিচে লুকিয়ে রাখা স্বর্ণমুদ্রাগুলো দেখিয়ে দেন। তার এ সত্যবাদিতায় মুগ্ধ হয়ে ডাকাতদল ইসলাম গ্রহণ করে।

উদ্দীপকে বর্ণিত শৈশবকালীন সত্যবাদিতার কথা হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (র) এর উক্ত ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়।

ঘ 'এ দুটি দিক যেন ইসলামের দেহ ও রূহ' ড. বেলালের এ উক্তিটিতে শরিয়ত ও তাসাউফকে বোঝানো হয়েছে যা খুবই যথার্থ ও তাৎপর্যপূর্ণ।

ইসলামের প্রতিটি বিধানের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক রয়েছে। বাহ্যিক দিক হলো শরিয়ত এবং অভ্যন্তরীণ দিক হলো তাসাউফ। ইসলাম মানুষের বাহ্যিক জীবনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যে বিধান দিয়েছে তা-ই শরিয়ত। অপরদিকে আত্মাকে সুস্থ রেখে সব অনৈতিক কাজ থেকে মুক্ত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকে তাসাউফ বলে। শরিয়ত ও তাসাউফ একটি অপরটির পরিপূরক, যা ড. বেলাল আনসারীর বক্তব্যের মাধ্যমে বোঝা যায়।

উদ্দীপকের গবেষক ড. বেলাল আনসারী এক সেমিনারে বলেন, 'ইসলামের দুটি দিক রয়েছে।' প্রথমটি হলো— ইসলামি বিধিবিধান ও ইবাদত বাহ্যিকভাবে পালন করা, যাতে কর্তব্য পালন হয়। অন্যটি হলো ইবাদত ও কর্তব্য পালনে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা অবলম্বন, যাতে মানবাত্মার সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক গভীর হয়। এ দুটি দিক যেন ইসলামের দেহ ও রূহ।' ড. বেলাল আনসারীর এ বক্তব্য যথার্থ। কারণ দেহ ও রূহ যেমন একটি অপরটির পরিপূরক, তেমনি শরিয়ত ও তাসাউফ পরস্পরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। কেবল শরিয়ত মেনে চললে যেমন তা গ্রহণযোগ্য হয় না, তেমনি শুধু তাসাউফের অনুসরণেও সাফল্য লাভ সম্ভব নয়। এজন্য একই সাথে শরিয়ত ও তাসাউফের অনুসরণ অনিবার্য। যেমন— শরিয়ত সালাতের নির্দেশ দেয়। কিন্তু সালাতের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে তাসাউফের ওপর। এজন্যই শরিয়ত ছাড়া তাসাউফ এবং তাসাউফ ছাড়া শরিয়ত অর্থহীন।

পরিশেষে বলা যায়, শরিয়ত ছাড়া ইবাদত অসম্ভব আবার তাসাউফ ছাড়া সেই ইবাদত গ্রহণীয় নয়। সুতরাং শরিয়ত ও তাসাউফ পরস্পর নির্ভরশীল।

প্রশ্ন ▶২ জনাব জাফর দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত থাকে। একদা বন্ধুর সাথে ইসলামি জলসায় গিয়ে বক্তার বক্তৃতা শুনে তার অনুশোচনা আসে। ফলে সে শ্বেত ও পশমি বস্ত্র পরিধান করে প্রভুর সান্নিধ্যলাভের আশায় ইবাদত বন্দেগিতে লিপ্ত হয় এবং পরিশুদ্ধি লাভ করে। অপরদিকে জালালপুর গ্রামের অধিকাংশ মুসলমান একদিকে নামাজ পড়ে অন্যদিকে যেকোনো বিপদে পড়লে নিকটস্থ ওলির মাজারে মানত করে। বিষয়টি লক্ষ্য করে স্থানীয় আলেম মাওলানা শিবলী গ্রামবাসীকে বিপদে কেবল আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়ার নসিহত করেন। *[রা.বো., চ.বো., কু. বো., ব. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. 'শানে-নুজুল' কী? ১

খ. 'আহলুল ইজমা' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব জাফরের কর্মকাণ্ডে কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. যে সুফির আন্দোলনের সাথে মাওলানা শিবলীর কর্মটি সাদৃশ্যপূর্ণ তা চিহ্নিতপূর্বক তাঁর নসিহতের যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল-কুরআনের সুরা বা আয়াত নাজিলের কারণকে শানে নুজুল বলে।

Teachingbd24.com

খ ইজমা সম্পাদনে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ইজমার আহল বা আহলুল ইজমা বলা হয়।

রাসুল (স)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবিরা ছিলেন ইজমার আহল। কেননা রাসুলের (স) পর তারাই ছিলেন ইসলামি শরিয়ত সম্পর্কে অভিজ্ঞ, রাসুল (স)-এর পছন্দনীয় এবং সমাজে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। সাহাবিদের যুগের পরে অভিজ্ঞ আলিমগণ ইজমা প্রদান করতে পারবেন। এভাবে শরিয়ত সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং সর্বজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি, যারা ইজমা প্রদান করলে তা শরিয়তের বিধানে পরিণত হবে সে ধরনের ব্যক্তি বা মানুষদের আহলুল ইজমা বা ইজমার আহল বলা হয়।

গ জনাব জাফরের কর্মকাণ্ডে তাসাউফের দিকটি ফুটে উঠেছে।

তাসাউফ শব্দের অর্থ অভ্যস্থরূপে পশমি পোশাক পরিধান করা। মানুষের অন্তরে বিদ্যমান বিভিন্ন পাশবিক প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূল করে আত্মাকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করে তোলার সাধনাই হলো তাসাউফ। এটি ইসলামি শরিয়তের অভ্যন্তরীণ দিক। সব নবি-রাসুল তাসাউফের চর্চা করেছেন। আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স) হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। এরপর তাঁর সাহাবিগণও গভীর রাতে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিতে নিমগ্ন হয়ে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে ব্রতী হতেন। তাসাউফ অর্থ শুধু ধ্যানে নিমগ্ন থাকা নয়। এটি মূলত আত্মশুদ্ধি অর্জনের পথ বা সোপান। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ককে আধ্যাত্মিক ধ্যান ও জ্ঞানের মাধ্যমে জানার প্রচেষ্টাকে তাসাউফ বলে। আর জনাব জাফরের কর্মকাণ্ডে তাসাউফের দিকটিই ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে উল্লেখিত, জনাব জাফর দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত থাকে। পরে তার বন্ধুর সাথে এক জলসায় বক্তার বক্তৃতা শুনে তার অনুশোচনা হয়। ফলে সে শ্বেত ও পশমি বস্ত্র পরিধান করে প্রভুর সান্নিধ্যের আশায় ইবাদত বন্দেগিতে লিপ্ত হয় এবং পরিশুদ্ধি লাভ করে। জাফর সাহেবের এ অনুশোচনাবোধ, ইবাদত বন্দেগি ও পরিশুদ্ধি লাভ তাসাউফ চর্চার মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, জনাব জাফরের কর্মকাণ্ডে শরিয়তের অভ্যন্তরীণ দিক তাসাউফ প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে স্থানীয় আলেম মাওলানা শিবলী সাহেবের কর্মকাণ্ডের সাথে হযরত শায়খ আহমদ সিরহিন্দি (র)-এর ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে উল্লিখিত নসিহতটি যথার্থ।

হযরত শায়খ আহমদ সিরহিন্দি (র) ছিলেন উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত ধর্মীয় নেতা ও সমাজ সংস্কারক। তিনি যখন ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন তখন ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্র শিরক, বিদআত, পিরপূজা এবং কুসংস্কারে ছেয়ে গিয়েছিল। তিনি সব অন্যায় কর্ম থেকে ইসলামকে মুক্ত করে সত্যিকারে সর্বেশ্বরবাদের পরিবর্তে 'আল্লাহই সব শক্তির উৎস' মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। আর এ বিষয়টি মাওলানা শিবলীর নসিহতেও প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জালালপুর গ্রামের অধিকাংশ মুসলমান একদিকে নামাজ পড়ে অন্যদিকে যেকোনো বিপদে পড়লে একজন ওলির দরবারে মানত করে। বিষয়টি লক্ষ করে স্থানীয় আলেম মাওলানা শিবলী সাহেব গ্রামবাসীকে বিপদে কেবল আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়ার নসিহত করেন। তার এ নসিহতের সাথে শায়খ আহমদ সিরহিন্দি (র) এর কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। মাওলানা শিবলীর নসিহতে আল্লাহর একত্ববাদ বা তাওহিদ প্রকাশ পেয়েছে। কেননা গ্রামবাসীর মাজারে মানত করা কাজটি শিরকের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাদেরকে এ কাজ থেকে বিরত থেকে একমাত্র আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার নসিহত করেন। পরিশেষে বলা যায়, মাওলানা শিবলী সাহেবের উক্ত নসিহত যথার্থ ও সঠিক।

প্রশ্ন ▶৩ রমিজ একজন দিনমজুর। নামাজ-রোজার কথা ভাবার সময় তার তেমন একটা হয় না। সে মনে করে যে, "আল্লাহ আমাকে অভাবে রাখছেন। আমার এ অপরাধও আল্লাহ ক্ষমা করবেন।" একদিন তার গ্রামের আ. রহিমের সাথে সে একজন হক্কানি সুফির সাক্ষাতে যায়। সুফি সাহেব তাকে নামাজ পড়ে কিনা জিজ্ঞাসা করলে, সে অভাবের কারণে অপারগতার কথা জানায়। সুফি সাহেব তার ভুল শুধরে দিয়ে নামাজের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিলেন। কর্মব্যস্ততার মাঝেও কীভাবে যথাসময়ে নামাজ আদায় করা যায় তার কানুন শিখিয়ে দিলেন। এরপর থেকে সে নিয়মিত নামাজ পড়তে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল।

[চা. বো.; চ. বো.; ব. বো. '১৭ | প্রশ্ন নং ১০; সরকারি বীরশ্রেষ্ঠ আব্দুর রউফ কলেজ, কামারখালী, ফরিদপুর | প্রশ্ন নং ১১]

ক. বড়পির নামে কে প্রসিদ্ধ? ১

খ. "শরিয়ত ও তাসাউফ পরস্পর পরিপূরক" বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. রমিজের ধারণা কেন ভুল ছিল? বুঝিয়ে লেখো। ৩

ঘ. রমিজের জীবনের মোড় পরিবর্তনে হক্কানি সুফির ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আবদুল কাদির জিলানি (র) বড়পির নামে প্রসিদ্ধ।

খ শরিয়ত ও তাসাউফ একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল বলে পরস্পর পরিপূরক।

শরিয়ত ও তাসাউফকে দেহ ও আত্মার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আত্মা ব্যতীত দেহ যেমন কল্পনা করা যায় না তেমনি দেহ ছাড়া আত্মা অস্তিত্বহীন। এজন্য একই সাথে শরিয়ত ও তাসাউফের অনুসরণ অনিবার্য। যেমন শরিয়ত সালাতের নির্দেশ দেয় কিন্তু সালাতের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে তাসাউফের ওপর। তাই শরিয়ত ছাড়া তাসাউফ বা তাসাউফ ছাড়া শরিয়ত পালনে সাফল্য নাই।

গ ইসলামি শরিয়ত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবে রমিজ নামাজ-রোজা সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করেছে।

ইসলামি শরিয়ত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এখানে জীবনের আধ্যাত্মিক দিক থেকে শুরু করে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, দৈনন্দিন প্রতিটি বিষয়ের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। নামাজ-রোজা মৌলিক ইবাদত। এগুলো যথাসময়ে সঠিক নিয়মে আদায় করা একজন মুসলমানের প্রধান কাজ। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের অজুহাত ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। যা রমিজের মধ্যে লক্ষণীয়।

রমিজ একজন দিনমজুর। অভাব-অনটন রয়েছে বলে সে নামাজ-রোজা নিয়ে চিন্তার অবকাশ পায় না। তার ধারণা আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু তার এ ধারণা যথার্থ নয়। কারণ নামাজ একজন মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। এটি শরিয়তের মৌলিক বিধান। রোজাও মৌলিক ইবাদত। এগুলো আদায় ব্যতীত কেউ মুসলমান থাকতে পারে না। কিন্তু রমিজ এসব নিয়ে গভীরভাবে চিন্তার সুযোগ পায়নি। তার মধ্যে শরিয়তের জ্ঞান না থাকায় সে ভুল ধারণা পোষণ করেছে।

ঘ হক্কানি সুফি দরবেশ ভুল শুধরে দেওয়ার মাধ্যমে রমিজের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে সাহায্য করেছেন।

তাসাউফ এমন একটি শাস্ত্র যেটি চর্চার মাধ্যমে মানুষ মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার পরিচয় লাভের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধির জ্ঞান অর্জন করতে পারে। আর তাসাউফ বিষয়ে জ্ঞান লাভকারীকে সুফি বলা হয়। সুফি, দরবেশগণ মানুষকে ভুল পথ থেকে সুপথে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করেন। তারা মানুষের ভুলগুলোকে ধরিয়ে দেন এবং সেটি থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। যেমন আমরা বিখ্যাত সুফি সাধক হযরত মুইনুদ্দিন চিশতী (র) এর কথা জানি। তিনি

Teachingbd24.com

ভারতবর্ষের হিন্দুসহ অন্য অমুসলিমদের ভুলগুলো ধরিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে ভারতবর্ষের অমুসলিমগণ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছিল। উদ্দীপকেও সুফির সান্নিধ্যে একজন ব্যক্তির ভুলপথ থেকে সুপথে আসার উদাহরণ পরিলক্ষিত হয়।

রমিজ একজন দিনমজুর। রাতদিন খাটাখাটুনিতে সময় চলে যায়। তার নামাজ-রোজা সম্পর্কে ভাবার খুব একটা সময় হয় না। কখনো কারো কাছ থেকে নামাজ শিক্ষার তালিম নেয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সে মনে করে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। তবে একদিন একজন হক্কানি সুফি দরবেশ তার ভুল শুধরে দেন এবং কীভাবে নামাজ পড়তে হবে সেটিও দেখিয়ে দেন। পরবর্তীতে তিনি নামাজ পড়তে শুরু করেন। এভাবে রমিজ সুফি দরবেশের কথায় তার ভুল বুঝতে পারেন এবং পরবর্তীতে ভুল শুধরে নেন। তাই বলা যায়, হক্কানি সুফি দরবেশ রমিজের ভুল শুধরে দেওয়ার মাধ্যমে তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন।

প্রশ্ন ▶৪ Y একজন মধ্যবয়সী সচ্ছল মানুষ। কিন্তু তিনি কখনো অপব্যয় করেন না এবং মৌলিক ইবাদত বাদ দেন না। বর্তমানে তিনি অধিক রাত জেগে সালাত ও জিকির-আজকার করছেন অন্তরের পরিশুদ্ধি এবং আল্লাহর নৈকট্যের আশায়। তার ভাই Z বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন। তিনি শুধু মৌলিক ইবাদতটুকুই করেন। জীবনযাপনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন, আমি ব্যস্ত মানুষ, সময় পাই না। তা ছাড়া একদমই রাত জাগতে পারি না।

[রা. বো.; দি. বো.; য. বো.; কু. বো.; সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১১]

ক. নৈতিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝ? ১

খ. হাসান বসরির পরিচয় দাও। ২

গ. Y এর আচরণ কোন দিকে ইঙ্গিত করে? তার গুরুত্ব বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে আত্মশুদ্ধির উপায়গুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নৈতিক মূল্যবোধ বলতে মানুষের সেই সব সার্বজনীন মূল্যবোধকে বোঝায় যেগুলো নীতিজ্ঞান ও বিবেকবোধ থেকে উৎসারিত হয়ে মানুষের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে।

খ হযরত হাসান বসরি (র) একজন বিখ্যাত তাবেয়ি ও সুফি দার্শনিক। হযরত হাসান বসরি (র) হিজরি ২১ মোতাবেক ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জীবনের বেশিরভাগ সময় বসরায় অতিবাহিত করেছেন বিধায় তাঁর নামের সাথে 'বসরি' শব্দটি যুক্ত হয়েছে। তাঁর পিতার নাম মুসারাযি, যিনি হযরত আবু বকর (রা) এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের নাম খায়েরাহ। ইলমে ফিকহ ও ইলমে তাসাউফের চর্চার মাধ্যমে হযরত হাসান বসরি (র) অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তাঁকে সুফিবাদের শাস্ত্রীয় ও তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

গ Y-এর আচরণ ইসলামের আধ্যাত্মিক দিক তাসাউফের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে।

তাসাউফ এমন এক জ্ঞান, যার মাধ্যমে কলব বা অন্তরের ভালো-মন্দ অবস্থা জানা যায় এবং এর প্রতিকার করা যায়। সাথে সাথে মানুষের মধ্যকার পশুশক্তিকে দমন করে মানবিক গুণাবলিতে ভূষিত হওয়া যায়, যাতে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের পথ সুগম হয়। উদ্দীপকে Y এই তাসাউফের চর্চাতেই নিজেকে নিয়োজিত করেছেন।

Y-এর কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি কখনো অপব্যয় করেন না এবং মৌলিক ইবাদত বাদ দেন না। বর্তমানে তিনি অধিক রাত জেগে সালাত আদায় ও জিকির-আজকার করছেন। তাঁর লক্ষ্য অন্তরের পরিশুদ্ধি অর্জন এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। এ থেকে বোঝা যায়, তিনি তাসাউফ চর্চার মাধ্যমে নিজ আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে চাচ্ছেন। আত্মাকে সুস্থ ও পবিত্র রাখতে জিকির এবং সালাত আদায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জিকির— আল্লাহর নাম ও গুণ স্মরণ করে এবং কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে করা হয়। যেকোনো কাজ করার সময় আল্লাহর নির্দেশ মনে করা ও মেনে চলাও জিকির। তাছাড়া তাসাউফ চর্চার জন্য বিনয়, নম্রতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সব ধরনের ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত সালাত আদায় করতে হবে। পাশাপাশি গুরুত্বের সাথে তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য নফল সালাতও আদায় করতে হবে। উদ্দীপকের Y এসব ইবাদত পালনের মাধ্যমেই আত্মিক প্রশান্তি লাভের চেষ্টা করছেন। সুতরাং তার কর্মকাণ্ড তাসাউফের সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ আত্মশুদ্ধির জন্য উদ্দীপকের Y-এর ন্যায় মৌলিক ইবাদত করার পাশাপাশি রাত জেগে বেশি বেশি সালাত আদায় ও জিকির করা আবশ্যক।

মানুষের চালিকাশক্তি ও জীবনীশক্তি হলো আত্মা। আত্মা পবিত্র থাকলে মানুষ পবিত্র থাকে। আত্মা সুস্থ থাকলে মানুষও সুস্থ থাকে। শরীর সুস্থ ও পবিত্র থাকার পরও যদি কেবল আত্মা অপবিত্র বা অসুস্থ থাকে, তাহলে মানুষের পক্ষে সুস্থ ও পবিত্র থাকা সম্ভব হয় না। আর এজন্যেই আত্মশুদ্ধি অর্জনে উদ্দীপকের Y-এর ন্যায় চেষ্টা করতে হবে।

আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্যে প্রথমেই আল্লাহর কাছে তাওবা করা প্রয়োজন। পাপ বর্জন করা, অতীতের পাপাচারের জন্য অনুতাপ-অনুশোচনা করা এবং ভবিষ্যতে কোনো পাপ কাজ না করার প্রতিজ্ঞাই হলো তাওবা। এভাবে তাওবা করে সব রকম পাপাচার ও কু-প্রবৃত্তি পরিহার করতে হবে। সেই সাথে সব ধরনের পার্থিব ভোগ-বিলাস, লোভ-লালসা পরিত্যাগ করে আল্লাহর প্রেমে নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে। তবে আত্মশুদ্ধির জন্য সবচেয়ে কার্যকর হলো সালাত আদায় ও বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করা। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের পাশাপাশি আল্লাহভীতির সাথে রাত জেগে তাহাজ্জুদ ও নফল নামাজ আদায় করতে হবে। এভাবে খুব সহজেই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা সম্ভব। তাছাড়া আত্মশুদ্ধির জন্য সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকির করতে হবে, আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে এবং সব কাজে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হবে। কুরআন তেলাওয়াতও জিকিরের অন্তর্ভুক্ত। তাই গভীর ধ্যানের সাথে বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, উল্লেখিত পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে যেকোনো মুসলমানের পক্ষে উদ্দীপকের Y-এর ন্যায় আত্মশুদ্ধি অর্জন করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶৫ বশির মসজিদের ইমাম সাহেবের নিকট রিখ্যাত সুফি সাধক হযরত হাসান বসরি (র.)-এর জীবনাদর্শন-এর উপর আলোচনা শুনল। বশির উপলব্ধি করলো যে, মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি ও আত্মার পরিশুদ্ধতার জন্য তাসাউফ চর্চার প্রয়োজন রয়েছে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন— 'যে ব্যক্তি আত্মাকে পূত-পবিত্র করলো সে সাফল্য লাভ করলো আর যে ব্যক্তি আত্মাকে কলুষিত করলো সে ধ্বংস হয়ে গেলো।' (সুরা আশ-শামস : ১০-১১) *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. তাসাউফ বলতে কী বুঝ? ১

খ. 'শরিয়ত ও তাসাউফ পরস্পর পরিপূরক' -ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বশির কীভাবে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ রাখতে পারে? আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উদ্ধৃত আয়াতের আলোকে তাসাউফের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোচনা করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তাসাউফ বলতে আত্মার পরিশুদ্ধতাকে বোঝায়।

Teachingbd24.com

খ সৃজনশীল ৩ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৪ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

ঘ আত্মাকে পূত-পবিত্র করতে আধ্যাত্মিকতার শিক্ষা অর্জন করা অপরিহার্য। ইসলামি জীবনব্যবস্থায় এক অবিচ্ছেদ্য ও অনিবার্য দিক হলো তাসাউফ। এটা ছাড়া মানবিক বিকাশ পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। পৃথিবী ও পরকালে সামগ্রিক সাফল্য লাভের নেপথ্যে এর কার্যকারিতা প্রশ্নাতীত। সার্বিক বিবেচনাতেই ইসলামে তাসাউফ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও বিপুল গুরুত্ববহ একটি বিষয়। যা উল্লেখিত আয়াতে লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন— যে ব্যক্তি আত্মাকে পূত-পবিত্র করলো সে সাফল্য লাভ করলো আর যে ব্যক্তি আত্মাকে কলুষিত করলো সে ধ্বংস হয়ে গেলো। প্রকৃতপক্ষে এভাবে আত্মার পরিশুদ্ধতার জন্য তাসাউফের জ্ঞান অর্জন করা সবার জন্য আবশ্যক। আল্লাহ প্রেমের জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি সুন্দর চেহারার মৃত ব্যক্তির মতোই। তাছাড়া অন্তরের পরিশুদ্ধি ও পবিত্রতা ছাড়া বাহ্যিক সৌন্দর্যের তেমন একটা মূল্য নেই। আরও যেসব কারণে তাসাউফের জ্ঞান লাভ ও অনুশীলন করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ তা হলো– এর মাধ্যমে আল্লাহকে জানা যায়, আল্লাহর দিদার লাভ হয়, আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ হয়। উপকারী ইলম অর্জন হয়, পাপাচারমুক্ত জীবনযাপন লাভ করা যায়, সর্বোপরি এর মাধ্যমে পরম জান্নাত লাভ হয়। তাই আজিজের জন্য আধ্যাত্মিক শিক্ষা বা তাসাউফ চর্চার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶৬ জয়নাল সাহেব ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জগতের মায়া ত্যাগ করে আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির জন্য সুফি সাধকদের দরবারে ঘুরে বেড়ান। এতে তিনি আত্মাকে যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে পূত-পবিত্র, কলুষ কালিমামুক্ত রাখার শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি আরও অনুধাবন করেন সুফি সাধনা ইসলামি শরিয়তেরই একটা অংশ।

[আদমজি ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১১]

ক. বড় পীর কে? ১

খ. তাসাউফ বলতে কী বুঝ? ২

গ. জয়নাল সাহেব কীভাবে তার আত্মাকে পূত-পবিত্র রাখতে পারেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সুফি সাধানা ইসলামি শরিয়তেরই একটা অংশ-জয়নাল সাহেবের এমন অনুধাবনের যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত আবদুল কাদির জিলানি (র.) 'বড়পীর'।

খ দেহ ও অন্তরকে পবিত্র করার সাধনাই তাসাউফ।

তাসউফ تَصَوُّفٌ শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল। সাধারণত এটিকে (صُوْفٌ) (সুফ) মূলধাতু থেকে উদ্ভূত শব্দ মনে করা হয়। 'সুফ' অর্থ পশম বা Wool। কাজেই তাসাউফর শাব্দিক অর্থ হলো অভ্যস্থরূপে পশমি পোশাক পরিধান করা। যারা পশমি পোশাক পরিধান করেন তাদের বলা হয় সুফি। ইমাম গাযযালি (র) এর মতে আল্লাহ ছাড়া অপর মন্দ সবকিছু থেকে আত্মাকে পবিত্র করে সর্বদা আল্লাহর আরাধনায়, নিমজ্জিত থাকা এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহতে নিমগ্ন হওয়ার নামই তাসাউফ।

গ জয়নাল সাহেব তাসাউফের মাধ্যমে তার আত্মকে পূত-পবিত্র রাখতে পারেন।

তাসাউফ শব্দের অর্থ অভ্যস্থরূপে পশমি পোশাক পরিধান করা মানুষের অন্তরে বিদ্যমান বিভিন্ন পাশবিক প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূল করে আত্মাকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করে তোলার সাধনা হলো তাসাউফ। উদ্দীপকে এরই প্রতিফলন লক্ষণীয়।

উদ্দীপকের জয়নাল সাহেব আত্মাকে যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে পূত পবিত্র ও কলুষমুক্ত রাখার শিক্ষা অর্জন করেন। বস্তুত তাসাউফ ইসলামি শরিয়তের অভ্যন্তরীণ দিক। সব নবি-রাসুল তাসাউফের চর্চা করেছেন। আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স) হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। এরপর তার সাহাবিগণও গভীর রাতে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিতে নিমগ্ন হয়ে তার প্রেমাচ্ছানে ব্রতী হতেন। তাসাউফ অর্থ শুধু ধ্যানে নিমগ্ন থাকা নয়। এটি মূলত আত্মশুদ্ধি অর্জনের পথ বা সোপান। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ককে আধ্যাত্মিক ধ্যান ও জ্ঞানের মাধ্যমে জানার প্রচেষ্টা এবং নিজেকে যাবতীয় পাপাচার থেকে পূত পবিত্র রাখার নামই তাসাউফ। আর জয়নাল সাহেব এর মাধ্যমেই আত্মাকে পূত পবিত্র রাখতে পারেন।

ঘ সুফি সাধনা ইসলামি শরিয়তেরই একটা অংশ জয়নাল সাহেবের এমন অনুধাবন যথার্থ।

ইসলামের প্রতিটি বিধানের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ দিক রয়েছে। ইসলামের বাহ্যিক দিক হচ্ছে শরিয়ত এবং অভ্যন্তরীণ দিক হচ্ছে তাসাউফ। সব নবি-রাসুল দিনের বেলায় ইসলাম প্রচার করতেন এবং গভীর রাতে আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন হতেন। আল্লাহর প্রেমে বিলীন হয়ে পরম প্রশান্তি লাভ করার চেষ্টা করতেন। উদ্দীপকে এ দুটি দিকের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে জয়নাল সাহেব সুফি সাধনা যে ইসলামি শরিয়তের অংশ এ বিষয়টি অনুধাবন করেছেন। বস্তুত ইসলাম মানবজীবনের সব দিক ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। সেজন্য ইসলামের সব বিধিবিধানও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তাসাউফ ও শরিয়ত ইসলামি বিধানাবলির প্রধান দুটি দিক। তাসাউফ মানুষের আত্মা পরিশোধনের বিধান। শরিয়ত নিয়ন্ত্রণ করে তাদের বাহ্যিক দিক। শরিয়ত অর্থ বিধান, চলার পথ, জীবনব্যবস্থা। ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়কালে আল্লাহ তায়ালা অবশ্য পালনীয় যে বিধানাবলি দিয়েছেন তাই শরিয়ত। শরিয়ত ও তাসাউফ মূলত একই বিধানের দুটি ধারা। ইসলামি বিধানের এটা হলো দুটি পর্যায়। এ হিসেবে শরিয়ত ও তাসাউফের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। হাসান বসরি (র) শরিয়ত ও তাসাউফকে জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন দুটো ধারা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ইলম দু প্রকার: এক প্রকার হলো অন্তরের ইলম। এ ইলম মহা উপকারী। আর দ্বিতীয় প্রকার ইলম হলো মৌখিক। এ প্রকার ইলম মানবজাতির জন্য আল্লাহর দলিল।' এখানে হাসান বসরি (র) এর বিবেচনায় তাসাউফ অন্তরের এবং শরিয়ত মৌখিক জ্ঞান হিসেবে অভিহিত হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, তাসাউফের যাত্রা শরিয়তের সাথে। এটি ইসলামের অবিভাজ্য দিক। একদিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে কল্পনা করা যায় না।

প্রশ্ন ▶৭ দরগাহ বাজার মেলায় প্রতি বছর দূর-দূরান্ত থেকে অনেক লোকের সমাগম ঘটে। আরিফের বন্ধু সুজন দেখতে পায় মেলার একস্থানে কিছু জটাধারী লম্বা দাঁড়িওয়ালা লোক জড়ো হয়ে আছে। আরিফ এদেরকে উদ্দেশ্য করে বলল, ওরা হলো সুফি ও আধ্যাত্মিক পুরুষ। সুজন বলে এদের যে অবস্থা দেখছি তাতে আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে তারা কি আসলেই সুফি কিনা? শরীর বেশভূষা, সবই অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা। এরা না মানে শরিয়ত না মানে তরিকত। সুফি হতে হলে আগে শরিয়ত মানতে হবে। পাশাপাশি ইলমে তাসাউফের জ্ঞান থাকতে হবে।

[ঢাকা কলেজ। প্রশ্ন নং ৮]

ক. তাসাউফ শব্দের অর্থ কী? ১

খ. ফানাফিল্লাহ বলতে কি বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আরিফ ও সুজনের দেখা লোকগুলোর প্রকৃত রূপ উন্মোচন কর। ৩

ঘ. আরিফ জটাধারীদের যে নামে সম্বোধন করেন তার শব্দগত উৎপত্তি বিশ্লেষণ কর। ৪

Teachingbd24.com

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তাসাউফ শব্দের অর্থ হলো অভ্যন্তরূপে পশমি পোশাক পরিধান করা।

খ 'ফানাফিল্লাহ' হচ্ছে তাসউফের একটি বিশেষ পরিভাষা।
আল্লাহর স্বচ্ছ উপলব্ধি ও পরিপূর্ণ আত্মসংযমের মাধ্যমে নিজেকে পরিশুদ্ধ করা, তার উপস্থিতি ও সান্নিধ্য লাভের কামনায় বিভোর থাকাকেই ফানাফিল্লাহ বলা হয়।

গ আরিফ ও সুজনের দেখা লোকগুলো হচ্ছে সংসারত্যাগী তথা বৈরাগ্যবাদী।
ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোনো স্থান নেই। পরিবার পরিজন ছেড়ে একাকিত্বের জীবন গ্রহণ করাকে বৈরাগ্যবাদ বলা হয়। ইসলামে তাসাউফ তথা আত্মশুদ্ধির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে কিন্তু সমাজ-সংসার ত্যাগ করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মহানবি (স) সবচেয়ে বড় সুফি ছিলেন। কিন্তু তিনি স্বাভাবিকভাবেই সংসার করেছেন। সামাজিকতা রক্ষা করেছেন। নিজে পরিচ্ছন্ন থেকেছেন এবং পরিচ্ছন্ন খাবার ও পোশাক পরতে নির্দেশ দিয়েছেন। তার নির্দেশনার আলোকে সাহাবিগণও পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন করেই আত্মশুদ্ধিতা অর্জন করেছেন। কিন্তু আমরা আরিফ ও সুজনের দেখা লোকদের মধ্যে এর বিপরীত চিত্র দেখতে পাই যা ইসলামের বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক।
সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের জটধারী ও অপরিচ্ছন্ন লোকেরা ইসলামের আদর্শ বিরোধী এবং তারা ভয়ঙ্কর বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে।

ঘ আরিফ জটধারী লোকদের সুফি' বলে সম্বোধন করেন যা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।
তাসাউফ تَصَوُّفٌ শব্দটি আরবি। যা صُوْفٌ (সুফ) মূলধাতু থেকে উৎপন্ন। 'সুফ' অর্থ পশম বা wool। কাজেই যারা পশমি পোশাক পরিধান করেন তাদেরকে সুফি বলা হয়।
শাব্দিক অর্থে পশমি পোশাক পরিধানকারীদের 'সুফি' বলা হলেও আসলে এর অর্থ ব্যাপক। মূলত যিনি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে গিয়ে বিলাসিতা ত্যাগ করে মূল্যবান পোশাক আশাকের ব্যাপারে উদাসীন থাকেন তাকেই 'সুফি' বলা যাবে। 'সুফি' শব্দের শাব্দিক উৎপত্তি নিয়ে কয়েকটি মত রয়েছে। আব্দুর রহমান ইবনে মোল্লা জামি (র) বলেন, সাফা শব্দ থেকে তাসাউফ তথা সুফি শব্দটি উৎপত্তি লাভ করেছে যার অর্থ হলো পবিত্রতা, আলো, কারো মতে এ শব্দের উৎপত্তি বসুনাফা থেকে। অথবা শব্দটি (الصَّفُّ الأَوَّلُ) (আস সাফফুল আউয়াল) থেকে নিষ্পন্ন যার অর্থ প্রথম সারি। কিংবা শব্দটি 'আহলুস সুফফা' থেকে উৎপন্ন যা একদল জ্ঞানসাধক সাহাবিকে নির্দেশ করে। আবার আধুনিক শব্দতত্ত্ববিদগণ বলেন, গ্রিক শব্দ Sophia বা Sophos থেকে শব্দটি এসেছে যার অর্থ জ্ঞান সাধনা করা। সুফিগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানসাধনায় লিপ্ত থাকেন বলে তাদেরকে এনামে ডাকা হয়।
উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি উৎপত্তিগত মতভিন্নতা থাকলেও সুফিবাদের মূল কথা যে জ্ঞানসাধনা তাতে সবাই একমত।

প্রশ্ন ▶ ৮ আবদুল করিম প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ জিকির করেন। তিনি 'ইল্লাল্লাহ' শব্দযোগে এই জিকির করে থাকেন। তিনি একবছর হজ পালন করেন। তখন তিনি দেখতে পান, কাবা শরীফের একজন ইমাম সালাতে জাহান্নামের ভয়াবহতার বিবরণ সম্বলিত আয়াত তিলাওয়াতের সময় প্রায়শই কাঁদেন। আবদুল করিম দেশে ফিরে এলাকার মসিজিদের ইমামের কাছে বিষয়টি জানতে চাইলে ইমাম সাহেব বলেন, বিগলিত হৃদয়সহ ইবাদত দোষণীয় নয় বরং আল্লাহর নিকট এটি পছন্দনীয় পন্থা।
[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ১১]

ক. শরিয়ত ও তাসাউফের মধ্যে সম্পর্ক কী? ১
খ. "আল্লাহ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর জ্যোতি"- ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আবদুল করিম জিকিরে কোন তরিকা অনুসরণ করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. কাবা শরীফের ইমামের কর্মকাণ্ড চিহ্নিতপূর্বক তাঁর সম্পর্কে ইমাম সাহেবের বক্তব্যের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শরিয়ত ও তাসাউফের মধ্যে পরিপূরক সম্পর্ক বিদ্যমান।

খ আল্লাহ তায়ালা আকাশসমূহ ও পৃথিবীর জ্যোতি এ কথাটি দ্বারা তাসাউফের পরিচয় পাওয়া যায়।
তাসাউফকে কুরআন ও হাদিস নির্ভর একটি আধ্যাত্মিক বিধি ব্যবস্থা হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। কেননা কুরআন ও হাদিসে এমন অসংখ্য রহস্যময় আধ্যাত্মিক বক্তব্য পাওয়া যায়, যার মাধ্যমে সহজে বোঝা যায় তাসাউফ কুরআন ও হাদিস দ্বারা উদ্ভূত হতে পারে। কুরআনের আলোচ্য বাণীটিও তেমনি যা দ্বারা তাসাউফের পরিচয় পাওয়া যায়।

গ আব্দুল করিম জিকিরে নকশবন্দী তরিকা অনুসরণ করেন। জিকির শব্দের অর্থ স্মরণ করা, ইবাদত করা, মুখে উচ্চারণ করা। পরিভাষায় সব সময় মহান আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদান, তার প্রশংসা করাই জিকির। উদ্দীপকে জিকিরের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।
উদ্দীপকের আবদুল করিম প্রতিদিন সকাল সন্ধায় 'ইল্লাল্লাহ' শব্দযোগে জিকির করেন। যা নকশবন্দীয়া তরিকার অনুরূপ। বস্তুত হযরত শেখ বাহাউদ্দিন মোহাম্মদ নকশবন্দ (র) ছিলেন নবম হিজরি শতকের মুজাদ্দিদ। তিনি ছিলেন হানাফি মাযহাবের অনুসারী এবং নকশবন্দীয়া তরিকার ইমাম ও প্রতিষ্ঠাতা। তিনি আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যে তরিকার প্রবর্তন করেন তা নকশবন্দীয়া তরিকা নামে সুপরিচিত। ইতিহাসে হতে জানা যায় হযরত শেখ বাহাউদ্দিন মোহাম্মদ নকশবন্দ (র) তার মুরিদদিগকে 'আল্লাহ' শব্দের নকশা লিখে দিতেন যাতে তারা ধ্যানের মাধ্যমে এ নামপাকের নকশা স্বীয় কলবে প্রতিফলিত করতে পারে। হযরত শেখ বাহাউদ্দিন মোহাম্মদ নকশবন্দ (র) এজন্য নকশবন্দ উপাধিতে খ্যাতি অর্জন করে। সুতরাং বলা যায় আব্দুল করিম 'ইল্লাল্লাহ' জিকিরের দ্বারা নকশবন্দীয়া তরিকা অনুসরণ করেছেন।

ঘ তাসাউফের মাধ্যমে কাবা শরিফের ইমাম আত্মাকে পবিত্র করেছেন তাই সালাতে তেলাওয়াতের সময় কাদেন।
আল্লাহ ছাড়া অপর মন্দ সবকিছু থেকে আত্মাকে পবিত্র করে সর্বদা আল্লাহর আরাধনায় নিমজ্জিত এবং নিমগ্ন থাকাই তাসাউফ। উদ্দীপকে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়।
উদ্দীপকের কাবা শরিফের ইমাম সালাতে জাহান্নামের ভয়াবহতার বিবরণ সম্বলিত আয়াত পড়ে কাদেন। এলাকার ইমাম সাহেবের কাছে আব্দুল করিম এ বিষয়টি জাতনে চাইলে তিনি একরম বলা যায়েজ বলে স্বীকৃতি দেন। মূলত ইমাম সাহেব তাসাউফ অর্জন করেই আল্লাহ ভীতি জাগ্রত করেছেন। বস্তুত মানুষের চালিকাশক্তি ও জীবনীশক্তি হলো আত্মা। আত্মা পবিত্র থাকলে মানুষ পবিত্র থাকে। আত্মা সুস্থ থাকলে মানুষ ও সুস্থ থাকে। শরীর সুস্থ ও পবিত্র থাকার পরও যদি কেবল আত্মা অপবিত্র বা অসুস্থ থাকে, তাহলে মানুষের পক্ষে সুস্থ ও পবিত্র থাকা সম্ভব হয় না। সুতরাং আত্মার অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য আত্মশুদ্ধি জরুরি। আত্মশুদ্ধি বা তাসাউফ অর্জন করলে মানুষ কোনো পাপাচারে লিপ্ত হয় না; সার্বক্ষণিক আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে। আর তার

https://teachingbd24.com

ভয়েই মানুষের অশ্রু ঝরে যা আল্লাহর কাছে খুবই পছন্দনীয়। কেননা একমাত্র তার ইবাদত ও আনুগত্য করার জন্যই তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

সুতরাং বলা যায়, আল্লাহর ভয়ে বিগলিত হৃদয়সহ ইবাদত দোষণীয় নয় বরং প্রশংসনীয়।

প্রশ্ন ▶ ৯ জামাল মিয়া একজন কৃষক। চাষাবাদের ক্ষেত্রে তিনি দিনের বেশি সময় ব্যয় করেন। নামাজ রোজার কথা ভাবার তার সময় নেই। তিনি মনে করেন নামাজ পড়তে গেলে বেশ কিছুটা সময় তাকে ব্যয় করতে হবে। রোজা রাখলে শরীর দুর্বল হলে জমিতে কাজ করতে পারবে না। জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসে এখন তার মনে অনুশোচনা সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বুঝতে পারছেন দীর্ঘদিন ইবাদত না করতে করতে তার আত্মাও কলুষিত হয়ে পড়েছে। তিনি এখন পাপাচার মুক্ত জীবনযাপন করতে চান।

[অগ্রণী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়, রাজশাহী | প্রশ্ন নং ১০]

ক. তাসাউফ শব্দের অর্থ কী? ১

খ. তাসাউফের উৎপত্তি বর্ণনা করো। ২

গ. জামাল মিয়া কীভাবে নিজেকে পূত-পবিত্র করে তুলতে পারেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পাপাচার মুক্ত জীবনযাপনের ক্ষেত্রে তাসাউফের প্রয়োজন— কথাটির যথার্থতা প্রমাণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তাসাউফ শব্দের অর্থ অভ্যন্তরূপে পশমি পোশাক পরিধান করা।

খ ইসলামি বিশেষজ্ঞগণের মতে তাসাউফের উৎপত্তি ইসলামের মূল উৎস হতেই হয়েছে।

পাশ্চাত্যের পন্ডিতগণ মনে করেন, তাসাউফের উৎপত্তি হয়েছে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান কিংবা পারসিক পরিবেশের প্রভাব থেকে। একদল পন্ডিতের মতে হিন্দুদের বেদান্ত দর্শন হতে তাসাউফের উদ্ভব হয়েছে। আরেক দল পন্ডিতের মতে তাসাউফের মূল হলো বৌদ্ধ বা খ্রিষ্টান দর্শন। তৃতীয় একদল পন্ডিতের মতে পারসিক আধ্যাত্মিক সাধকের প্রভাব হতে তাসাউফের উৎপত্তি হয়েছে।

গ নিজেকে পূত-পবিত্র করে তুলতে হলে জামাল মিয়াকে তাসাউফের অনুশীলন করতে হবে।

তাসাউফ ছাড়া অন্তরের কলুষতা দূর ও পাপাচারমুক্ত জীবন গড়া সম্ভব নয়। দুনিয়া ও আখিরাত সামগ্রিক সাফল্য লভের নেপথ্যে এর কার্যকারিতা প্রশ্নাতীত। যা জামাল মিয়াকে পূত-পবিত্র করে তুলতে সাহায্য করবে।

উদ্দীপকের জামাল মিয়া তার জীবনের মূল্যবান সময়ে নামাজ, রোজাসহ ইসলামি বিধিবিধান ত্যাগ করে এখন অনুশোচনায় ভুগছে। তিনি এখন পলব্ধি করছেন যে, ইবাদত না করার ফলে তারা আত্মা কলুষিত হয়ে পড়েছে। এখন তিনি পাপাচারমুক্ত জীবনযাপন করতে চান। তিনি তাসাউফ অনুশীলনের মাধ্যমে অন্তরের কলুষতা দূর করে পূত-পবিত্র জীবন গঠন করতে পারেন। হযরত মুহাম্মদ (স) ইসলামের যাহিরি বা বাহ্যিক শিক্ষা সব সাহাবি (রা)কেই দিয়েছেন। তাদেরকে অন্তর পবিত্র ও শুদ্ধ করার শিক্ষা দিয়েছেন। আধ্যাত্মিক নিগূঢ় তত্ত্বের শিক্ষা পেয়েছেন হযরত আবু বরক উমর, উসমান ও আলি (রা)।

এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, আত্মাকে শুদ্ধ করা ছাড়া বা মনের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি ছাড়া কোনোভাবেই পাপ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। তাসাউফের উদ্দেশ্য হলো পাপ থেকে মানুষকে রক্ষা করা। সুতরাং জামাল মিয়াও তাসাউফের চর্চার মাধ্যমে সব পাপ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে সক্ষম হবে।

তাই, উদ্দীপকের জামাল মিয়ার উচিত তাসাউফ চর্চার মাধ্যমে তার বাকি জীবন পরিচালনা করা।

ঘ পাপাচারমুক্ত জীবনযাপনের ক্ষেত্রে তাসাউফের প্রয়োজন কথাটি যথার্থ।

তাসাউফের চর্চা ও অনুসরণ মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। ফলে মানুষ ভালো-মন্দের তফাৎ করতে পারে এবং সৎ জীবনযাপনে ব্রতী হয়। যাদের আত্মা কলুষিত এবং যারা অন্যায় থেকে বিরত থাকতে পারে না তাদের জন্য তাসাউফের চর্চা, সাধনা ও অনুশীলন অপরিহার্য। যেমনটা অপরিহার্য জামাল মিয়ার পাপাচারবেষ্টিত জীবনের জন্য।

উদ্দীপকের জামাল মিয়া চাষাবাদের কাজে নিজের সময় ব্যয় করে নামাজ, রোজা পালন করেনি। বরং শরীর দুর্বল ও সময় নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় তিনি সব ধর্ম-কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রেখেছেন। অথচ জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসে তিনি তার কলুষিত আত্মার জন্য এখন অনুশোচনা করেন। এমতাবস্থায় তার জন্য তাসাউফ চর্চা করা আবশ্যক। কারণ তাসাউফ দৃশ্য-অদৃশ্য পাপাচার থেকে বেঁচে থাকতে মানুষকে সাহায্য করে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য পাপ থেকে দূরে থাক' (সুরা আনআম: ১২০)। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, আত্মাকে শুদ্ধ করা ছাড়া বা মনের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি ছাড়া কোনোভাবেই পাপ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। তাসাউফের উদ্দেশ্য হলো পাপ থেকে মানুষকে রক্ষা করা। সুতরাং জামাল মিয়াও তাসাউফের চর্চার মাধ্যমে সব পাপ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে সক্ষম হবে।

পরিশেষে বলা যায়, জামাল মিয়ার মতো আমরা অনেকেই পাপাচারে লিপ্ত। এ অবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো জীবনাচরণে তাসাউফ চর্চার প্রতিফলন ঘটানো।

প্রশ্ন ▶ ১০ ইয়াহইয়া একজন সৎ ব্যক্তি। তিনি দীনের বাহ্যিক বহিঃপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক উন্নতির চেষ্টা করেন। ফলে তার হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং ইমানের নুর প্রজ্জ্বলিত হয়। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে পূর্ব-পাঞ্জাবে এক বিশিষ্ট সাধক জন্মগ্রহণ করেন। তাকে সহস্রাব্দের সংস্কারক বলা হয়।

[নিউ গভ. ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী | প্রশ্ন নং ১১]

ক. হাসান বসরি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? ১

খ. 'শরিয়ত ও তাসাউফ পরস্পর পরিপূরক'—ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব ইয়াহইয়ার জীবনযাপনে কীসের চিত্র ফুটে ওঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পূর্ব-পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণকারী সাধকের পরিচয় প্রদানপূর্বক তাঁর সংস্কার পদ্ধতি মূল্যায়ন করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাসান বসরি (র) মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন।

খ সৃজনশীল ৩ নং প্রশ্নের 'খ'-এর উত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'গ'-এর উত্তর দেখো।

ঘ পূর্ব পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণকারী সাধকের নাম শায়খ আহমদ সিরহিন্দি, যিনি ভারতবর্ষে অভূতপূর্ব সংস্কারসাধন করেন।

হযরত শায়খ আহমদ সিরহিন্দ (র) ছিলেন উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ আলেম, ধর্মীয় নেতা, বিখ্যাত সংস্কারক ও সাধক। তিনি নকশবন্দিয়া তরিকার বিখ্যাত সুফি সাধক। তিনি নকশবন্দিয়া তরিকাকে যুগোপযোগী

https://teachingbd24.com

সংস্কার করে মুজাদ্দিদিয়া তরিকা প্রবর্তন করেন। এজন্য তাকে মুজাদ্দিদে আলফে সানি বলা হয়। উদ্দীপকে তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপক অনুযায়ী সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে পূর্ব পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণকারী সুফি সাধক তথা শায়খ আহমদ সিরহিন্দিকে সহস্রাব্দের সংস্কারক বলা হয়। কেননা শায়খ আহমদ সিরহিন্দ (র) এর সময় উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে শিরক, বিদআত ও কুসংস্কারের প্রচলন ঘটে। তখন মুসলিম শাসকগণ স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নিয়ে দেশ চালাতেন। তারা ইসলাম পরিপন্থি রীতিনীতি চালু করেছিলেন। শায়খ আহমদ বলিষ্ঠভাবে এসব অনৈসলামিক রীতি-নীতির অসারতা প্রমাণ করে প্রকৃত ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁর প্রচেষ্টাতেই প্রকৃত ইসলাম এ ভূখণ্ডে স্থায়িত্ব লাভ করে। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি কায়েমি স্বার্থবাদী শাসক ও কুচক্রীদের রোষানলে পড়েন। বাদশাহ আকবর কর্তৃক প্রচারিত দীন-ই-এলাহির বিরোধিতা করে তিনি অনেক নির্যাতন ভোগ করেন। রাজদরবারে সিজদা প্রচলনের বিরোধিতা করায় তাঁকে গোয়ালিয়রের দুর্গে বন্দি করে রাখা হয়। তখন গোয়ালিয়রের কারাগারে যত কয়েদি ছিল তারা সবাই শায়খ সিরহিন্দ (র) এর ভক্ত ও অনুরক্ত হয়ে পড়ে। শায়খ সাহেবের সংশ্রবে এবং তাঁর প্রভাবে অপরাধী, পথভ্রষ্ট, নিরাশ মুসলিম কয়েদিরাও আল্লাহর প্রেমাসক্ত হলো। কারাগারে ইসলামের এক বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি হলো। তাঁর নিষ্ঠা, সাহসিকতা এবং অকুণ্ঠ আত্মত্যাগের জন্য তাঁকে মুজাদ্দিদে আলফে সানি বা দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক বলা হয়।

প্রশ্ন ▶ ১১ রাইসুল ইসলাম একজন ধনাঢ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রতিবছরই তিনি প্রচুর পরিমাণে শাড়ি ও লুঙ্গি জাকাত হিসেবে দরিদ্রদের দিয়ে থাকেন। উদ্দেশ্য হলো নির্বাচনের সময় ভোট পাওয়া। নির্বাচনী বক্তব্যের সময় তিনি তার দানের কথা গর্বভরে প্রচার করেন। অপরপক্ষে তার ভাই নিজের জীবনকে অন্যায় আর পাপাচারে ভরপুর করেছে কিন্তু বর্তমান সে অনুশোচিত। তাই কলঙ্কময় জীবন পরিহার করতে চান। *[বিয়াম মডেল স্কুল ও কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. 'জাকাত' অর্থ কী? ১

খ. তাসাউফ ও শরিয়ত উভয়ের পার্থক্য কী? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে রাইসুল ইসলামের কর্মকাণ্ড কীরূপ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "পাপাচার মুক্ত জীবনযাপনে তার ভাইয়ের জন্য তাসাউফ একান্ত জরুরি"– উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'জাকাত' অর্থ হলো পবিত্রকরণ ও বৃদ্ধিকরণ।

খ তাসউফ ও শরিয়তের মধ্যে যেমন মিল রয়েছে তেমনি অমিলও কম নেই।

যেমন, কেউ শরিয়ত অস্বীকার করলে তাকে কাফির বলা যায়, কিন্তু তাসাউফ অস্বীকার করলে কাফির বলা যায় না। তাসউফ হলো আত্মার বিধান পক্ষান্তরে শরিয়ত হলো ইসলামের বাহ্যিক বিধিবিধান। তাসাউফে যে হুকুম পালনের নির্দেশ দেওয়া হয় তা দৃশ্যমান নয়। কিন্তু শরিয়তে যে নির্দেশ দেয়া হয় তা প্রত্যক্ষ। শরিয়ত ব্যক্তির বাহ্যিক মুসলমানিত্ব প্রকাশ করে। পক্ষান্তরে তাসাউফের ক্ষেত্রে এমন কোনো ব্যাপার নেই।

গ উদ্দীপকের রাইসুল ইসলামের কর্মকাণ্ড ইসলামের অভ্যন্তরীণ দিক তথা তাসাউফের শিক্ষাবিরোধী।

তাসাউফ মূলত আত্মশুদ্ধি অর্জনের পথ বা সোপান। তাসাউফ অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষের অন্তর পবিত্র ও শুদ্ধ হয়। ফলে মানুষের মনে কোনো কলুষতা বা কপটতা থাকে না। আর তাই যাদের মনে শঠতা থাকে তাদের মধ্যে তাসাউফের চর্চা, অনুশীলন ও শিক্ষা অনুপস্থিত বলা যায়। উদ্দীপকের রাইসুল ইসলামের ক্ষেত্রে এ কথাটি পুরোপুরি প্রযোজ্য।

রাইসুল ইসলাম শরিয়তের একটি হুকুম জাকাত প্রতিবছরই পালন করে। কিন্তু জাকাতের মূল উদ্দেশ্য দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত নন। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যেই জাকাত প্রদান করা উচিত। কিন্তু রাইসুল ইসলাম লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে জাকাত প্রদান করেন। এ থেকে বোঝা যায়, তার অন্তরে ইসলামের বিধানের প্রতি পূর্ণ আস্থা নেই। বরং তার অন্তর শঠতা ও কপটতার আবরণে কলুষিত হয়ে পড়েছে। অন্তরের এরূপ অবস্থা হয় কেবল তাসাউফের অনুসরণের অভাবে। কারণ তাসাউফের শিক্ষা থাকলে মানুষ শরিয়তের বিধান আন্তরিকতার সাথে ও সঠিকভাবে পালন করতে পারে বা করে থাকে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের রাইসুল ইসলাম তাসাউফের অনুশীলন ও অনুসরণ না করায় তার মধ্যে শরিয়তের বিধান সঠিকভাবে পালনের ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়।

ঘ সৃজনশীল ৯ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১২ জনাব নুর আলম সাহেব ইসলামি শরিয়া মোতাবেক জীবনযাপন করেন। এক্ষেত্রে তিনি একজন মুজতাহিদের মাস্আলাকে অনুসরণের চেষ্টা করেন। যার মাস্আলা সবদিক তেকে সহজ-সরল জীবনমুখী ও বিজ্ঞান সম্মত এবং তিনিই এক্ষেত্রে পথিকৃত। জনাব নুর আলম সাহেবের বন্ধু জনাব শিবলী ব্যক্তিজীবনে ইবাদত বন্দেগিতে মশগুল থাকেন। তিনি বলেন যে, আমরা যদি বাহ্যিকভাবে ইবাদতের সাথে সাথে আত্মিক বিষয়গুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে পারি তাহলে সামগ্রিক জীবনে সফলতা অর্জন করা সম্ভব। *[পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. সাওম অর্থ কী? ১

খ. জাকাত দারিদ্র্য বিমোচন করে– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের বর্ণিত নুর আলম সাহেব যে মুজতাহিদের মাসআলা অনুসরণ করেন ফিকাহশাস্ত্রে তার অবদান আলোচনা করো। ৩

ঘ. জনাব শিবলী সাহেবের মন্তব্য যে বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে তা চিহ্নিত পূর্বক এর গুরুত্ব বর্ণনা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাওম অর্থ বিরত থাকা বা আত্মসংযম করা।

খ জাকাত প্রদানের অন্যমত লক্ষ্য হলো দারিদ্র্য দূরীকরণ।

জাকাতের মাধ্যমে সমাজের দরিদ্র শ্রেণির লোকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'জাকাত কেবল ফকির, মিসকিন, জাকাত আদায়কারী কর্মচারী ও যাদের মন আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক। (সুরা আত তাওবা : ৬০)। এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, জাকাত প্রদানে নির্দিষ্ট শ্রেণির লোক উপকৃত হয়, যারা মূলত দারিদ্র্যের শিকার। জাকাতের অর্থ পেলে তাদের অভাব-অনটন, নির্মূল হয়। এমনকি সরকারি ব্যবস্থাপনায় জাকাত প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো যায়। এভাবে জাকাত দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে বর্ণিত নুর আলম সাহেব ইমাম আবু হানিফা (র) এর মাসআলা অনুসরণ করেন। ফিকহশাস্ত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য।

হানাফি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ইমাম আবু হানিফা। ইসলামি আইনতত্ত্বের প্রবর্তক তিনি। ইসলামি আইন বিন্যস্ত ও বিধিবদ্ধ করার মূল কৃতিত্ব তার। তার প্রণীত মাসয়ালা সবদিকে সহজ-সরল ও জীবন ঘনিষ্ঠ। যার অনুসরণ নুর আলম সাহেবের মধ্যে লক্ষণীয়।

উদ্দীপকের নুর আলম সাহেব ইসলমি শরিয়া মোতাবেক জীবন যাপন করেন। তিনি এমন একজন মুজতাহিদের মাসয়ালাকে অনুসরণ করেন যার মাসয়ালা অত্যন্ত সহজ-সরল ও জীবনমুখী। আর তিনি হলেন ইমাম আবু হানিফা। ফিকহশাস্ত্রের পথিকৃৎ তিনি। তৃতীয় শতাব্দীর সময় ইমাম আবু হানিফা (র) সমকালীন মুজতাহিদ ফকিহদের মধ্য থেকে সেরাদের নিয়ে একটি 'গবেষণা পরিষদ' গঠন করেন। এ পরিষদ ইসলামি শরিয়তের প্রতিটি বিধান ও মূলনীতি নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা পরিচালনা করে। ব্যাপক আলোচনা, যুক্তিতর্ক ও পক্ষে-বিপক্ষে বক্তব্যের পর এক একটি বিধান লিখিত হতে থাকে। ইমাম আবু হানিফা (র)-এর এ গবেষণা পরিষদ ফিকহশাস্ত্রের ক্রমবিকাশে বিপুল গতি সঞ্চার করে। হিজরি দ্বিতীয় শতকের গোড়ার দিকে ইমাম আবু হানিফা (র) (৮০-১৫০ হি.) সর্বপ্রথম ফিকহকে একটি শাস্ত্রে রূপ দান করেন। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টা, সাধনা ও অনুপ্রেরণায় তাঁর সমসাময়িক মুসলিম মনীষীগণ মাসয়ালা-মাসাইলকে গ্রন্থাবদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ফলে ফিকহশাস্ত্র (عِلْمُ الْفِقْه) নামক একটি জ্ঞানের স্বতন্ত্র ধারা উৎপত্তি লাভ করে।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে বলা যায়, ফিকহশাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফার অবদান অনস্বীকার্য।

ঘ জনাব শিবলী সাহেবের মন্তব্য তাসাউফের দিকে ইঙ্গিত করে। মানবজীবনে তাসাউফ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

মানুষের জীবনের দুটি দিক, বাহ্যিক ও আত্মিক। তাসাউফ আত্মিক স্তরের ইসলামি ব্যবস্থাপনা বলে তাসউফকে বলা যায় ইসলাম পরিকল্পিত সমন্বিত জীবনধারার প্রতীক। সুতরাং একে উপেক্ষা করা যায় না। যা শিবলী সাহেবের মন্তব্যে লক্ষণীয়।

উদ্দীপকের শিবলী সাহেব ব্যক্তিজীবনে ইবাদতে মশগুল থাকেন। তিনি বলেন বাহ্যিক ইবাদতের সাথে আত্মিক বিষয়গুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে পারলে সামগ্রিক জীবনে সফলতা অর্জন সম্ভব। এর মাধ্যমে তিনি তাসাউফের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন, 'আমার আসমান-জমিন আমাকে ধারণ করতে পারে না। কিন্তু মুমিনের অন্তরে আমার ঠাঁই হয়।' তাসাউফ ব্যক্তির আত্মাকে বিশুদ্ধ করে তাকে আল্লাহর অবস্থানের উপযোগী করে তোলে। সুতরাং তাসাউফ শিক্ষা জরুরি। আপত্তিকর বিষয় থেকে দূরে থেকে, আল্লাহর প্রেমে নিমগ্ন হয়ে বাহ্য ও অন্তর শুদ্ধতা অর্জনের নামই তাসাউফ। আত্মশুদ্ধির অবিকল্প উপায় হিসেবে তাসউফ শিক্ষা অনিবার্য।

সুতরাং তাসাউফের সাধনা মানুষের অন্তরকে পাপ-পঙ্কিলতা ও কলুষতা থেকে মুক্ত করে। তার অন্তর পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়। ঈমানকে সুদৃঢ় করতে এবং ইমানের স্বাদ আস্বাদন করতে তাসাউফের বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▶ ১৩ আরমান সাহেব উপজেলা চেয়ারম্যান। তিনি সবসময় জনগণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। কিন্তু ঠিকমত নামাজ আদায় করেন না। তিনি ভাবেন জনগণের সেবার বদৌলতে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। একদিন একজন হক্কানী সুফি সাধকের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। সুফি সাধক তাকে নামাজের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি সময় স্বল্পতার অপারগতার কথা জানান। সুফি সাহেব তার ভুল শুধরে দিয়ে নামাজের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেন। এরপর থেকে তিনি নিয়মিত নামাজ পড়েন।

[নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি কলেজ, লাকসাম, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ১১]

ক. তাসাউফ কাকে বলে? ১

খ. শরিয়ত ও তাসাউফ পরস্পর পরিপূরক- ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আরমান সাহেবের ধারণা কেন ভুল ছিল? বুঝিয়ে লিখ। ৩

ঘ. আরমান সাহেবের নামাজি হবার পেছনে সুফি-সাধকের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের অন্তরে বিদ্যমান প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূল করে আত্মাকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করে তোলাকে তাসাউফ বলে।

খ সৃজনশীল ৩ নং প্রশ্নের 'খ'-এর উত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৩ নং প্রশ্নের 'গ'-এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩ নং প্রশ্নের 'ঘ'-এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৪ আসাদ সাহেব ও আসগর সাহেব দুজনই ধর্মীয় ব্যক্তি। তারা তাদের ভক্তদেরকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালনা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান। তবে দুজনের পদ্ধতির মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। আসাদ সাহেব তার অনুসারীদেরকে কেবল আত্মিক উন্নতি সাধনের প্রতি গুরুত্ব দেন। আর আসগর সাহেব আত্মিক উন্নতির পাশাপাশি শরিয়তের প্রতিটি বিধান মেনে চলার প্রতি জোর তাগিদ দেন। *[বি এএফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানি বলা হয় কোন মনীষীকে? ১

খ. আব্দুল কাদির জিলানি (র.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ২

গ. আসাদ সাহেবের গৃহীত পদ্ধতি বাস্তবায়নে করণীয়সমূহ কী কী? ৩

ঘ. আসগর সাহেবের গৃহীত পদক্ষেপের যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানি বলা হয় হযরত শায়খ আহমদ সিরহিন্দি (র) কে।

খ হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (র) কে রাসুল (স) এর বংশধর বলে গণ্য করা হয়।

হযরত আব্দুল কাদির জিলানি ১০৭৭ খ্রিস্টাব্দে ইরানের জিলান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থানের নামানুসারে তাকে জিলানি বলা হয়। তার উপনাম আবু সালেহ, উপাধি মুহিউদ্দিন। তার পিতার নাম আবু সালেহ মুসা। তিনি হযরত ফাতেমা (রা) এর পুত্র ইমাম হাসান (রা) এর বংশধর ছিলেন। তার মাতার নাম উম্মুল খায়ের ফাতিমা। তিনি ইমাম হুসাইন (রা) এর বংশধর ছিলেন। এজন্য হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (র) কে আওলাদে রাসুল বলে গণ্য করা হয়।

গ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ শরিয়ত ও মারেফতের নির্ভরশীলতার ব্যাপারে আসগর সাহেবের গৃহীত পদক্ষেপ ইসলামের দৃষ্টিতে যথার্থ।

শরিয়ত ও তাসাউফ একটি অপরটির ওপর নির্ভরশীল। যে জন্য কেবল শরিয়ত মেনে চললে যেমন গ্রহণযোগ্য হবে না তেমনি শুধু তাসাউফের অনুসরণেও সাফল্য লাভ সম্ভব নয়। বরং এজন্য একই সাথে শরিয়ত ও তাসাউফের অনুসরণ অনিবার্য। আসগর সাহেব এটাই অনুসরণ করেন।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে আসগর সাহেব তার ভক্তদেরকে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে আত্মিক উন্নতির পাশাপাশি শরিয়তের প্রতিটি বিধান মেনে চলার প্রতি জোর দেন। কেননা তাসাউফ ও শরিয়তের সম্পর্ক দেহ ও আত্মার ন্যায়। আত্মা থাকে নিভৃতে আর দেহ থাকে প্রকাশ্যে। তেমনি শরিয়ত ইবাদত পালনের নির্দেশ দেয় কিন্তু তা কবুল হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে তাসাউফের ওপর। কেননা ইবাদত গ্রহণযোগ্য হয় তাকওয়া ও খুলুসিয়াতের মাধ্যমে। তাসাউফ ব্যক্তির আত্মা পরিশুদ্ধ করে তাকওয়ার গুণে ভূষিত করে। আবার শুধু তাসাউফে কোনো ইবাদতই সম্পন্ন হবে না। সুতরাং আসগর সাহেবের পদক্ষেপ যথার্থ ধরে নিয়ে বলা যায়, তাসাউফ ও শরিয়ত পরস্পর নির্ভরশীল।

প্রশ্ন ▶ ১৫ মিরাজ হোসেন ইসলামের মৌলিক বিধান পালনের পাশাপাশি এমন কিছু কাজ করেন যাতে যাবতীয় পাশবিক রিপু দমন করে ইবাদতে একনিষ্ঠ হতে পারেন। এতে তাঁর আত্মার প্রশান্তি লাভ হয়। এজন্য তিনি এমন এক ব্যক্তির অনুসরণ করেন যিনি দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে এক অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত হন। তিনি গরিব দরদী হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

[চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম ▮ প্রশ্ন নং ৪]

ক. মাকতু শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'হাদিসে মুতাওয়াতির অকাট্য দলিল' -ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ব্যক্তি কে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মিরাজ হোসেনের অনুসৃত নীতির সাথে ইসলামি শরিয়ার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাকতু অর্থ কর্তিত।

খ হাদিসে মুতাওয়াতির বর্ণনার ধারাবাহিকতার কারণে শরিয়তের অকাট্য দলিল।

রাসুল (স) বলেছেন, আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যেগুলো অনুসরণ করলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও তার রাসুলের সুন্নাহ। আর সুন্নাহ অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে হাদিসের বর্ণনাকারী প্রতিটি স্তরে এতো বেশি যে তার সত্যতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ পোষণ করা যায় না তাই হাদিসে মুতাওয়াতির। সনদের এমন বিশুদ্ধতার জন্য এমন হাদিস শরিয়তের অকাট্য দলিল।

গ উদ্দীপকে উল্লেখিত ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত মুইনুদ্দিন চিশতি (র)।

তাঁর নাম মুইনুদ্দিন হাসান। খোরাসানের 'চিশতি' নামক গ্রামে তাঁর পূর্বপুরুষের বসবাস ছিল বিধায় তাঁর নামের সাথে 'চিশতি' শব্দটি যোগ করা হয়েছে। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিজেকে সমৃদ্ধ করে ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। তিনি সহজেই জনসাধারণের সাথে মিশে যেতেন। অকাতরে দু:স্থদের সেবা করতেন। ফলে মুইনুদ্দিন চিশতি (র) 'খাজা গরিবই-নেওয়াজ' তথা গরিবের পরম বন্ধু হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। উদ্দীপকে এই প্রতিচ্ছবিই ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকের মিরাজ হোসেন আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য এমন এক মনীষীকে অনুসরণ করেন যিনি দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের অন্তর্নিহিত মক্তির বিকাশ ঘটিয়ে এক অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত হন। আর হযরত মুইনুদ্দিন চিশতি (র) ভারতবর্ষের প্রায় ৯০ লক্ষ মানুষকে ইসলামি আদর্শে দিক্ষিত করে আদর্শিক বিপ্লবের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এতকিছুর পরেও তিনি ছিলেন গরিবের বন্ধু। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, উদ্দীপকের ব্যক্তিটি হযরত মুইনুদ্দিন চিশতি (র)।

ঘ মিরাজ হোসেনের অনুসৃত নীতি তথা তাসাউফের সাথে ইসলামি শরিয়ার পরিপূরকতার সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ একটি অপরিটির পূর্ণতা দানকারী।

ইসলামের প্রতিটি বিধানের একটি বাহ্যিক দিক ও একটি অভ্যন্তরীণ দিক রয়েছে। বাহ্যিক দিক হচ্ছে শরিয়ত আর অভ্যন্তরীণ দিক হচ্ছে তাসাউফ। তাসাউফের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করা যায়। এটি ছাড়া শরিয়তের বিধান অপূর্ণ থেকে যায়। শরিয়ত ও তাসাউফের সমন্বয় ঘটানো ইবাদত কবুলের জন্য অপরিহার্য যার চিত্র আমরা মিরাজ হোসেনের জীবনে দেখতে পাই।

মিরাজ হোসেন ইসলামের মৌলিক বিধান তথা শরিয়ত পালনের পাশাপাশি এমন কিছু কাজ করেন যাতে যাবতীয় পাশবিক রিপু দমন করে ইবাদতে একনিষ্ঠ হতে পারেন। এর মাধ্যমে তিনি শরিয়ত পরিপূর্ণরূপে পালন করতে পারবেন। তাসাউফ ছাড়া শরিয়তের পূর্ণ অনুসরণ সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা তোমাদের রবের কাছে প্রার্থনা করো অতি বিনয়ের সাথে (সুরা আল আরাফ-২০৫)। অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন, নিজেকে যে পরিশুদ্ধ করেছে সেই সফলকাম (সুরা আল আ'লা-১৪)। এই দুই আয়াতে বর্ণিত বিনয় ও আত্মশুদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে শরিয়তের সাথে তাসাউফের চর্চা করলে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি শরিয়ত ও তাসাউফের সম্পর্ক হচ্ছে এরা একে অপরের পূর্ণতাদানকারী। ইহ ও পরকালীন সফলতার জন্য দুটি বিষয়ের যৌথ চর্চা আবশ্যক।

প্রশ্ন ▶ ১৬ 'মুমিন জীবনে তাসাউফের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক সেমিনারে ড. আবুল ফাত্তাহ বলেন, মুমিনের জন্য তাসাউফের জ্ঞান অর্জন করা এবং সে আলোকে জীবন গড়া আবশ্যক। কারণ পবিত্র কুরআন হাদিসে এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক বলেছেন, 'নিশ্চয়ই সে সফলতা লাভ করবে, যে পবিত্রতা অর্জন করে এবং তার প্রতিপালকের নামে জিকির করে ও সালাত আদায় করে।

[খুলনা পাবলিক কলেজ ▮ প্রশ্ন নং ১১]

ক. 'সাফা' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. ইলমে তাসাউফ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে আল্লাহ তায়ালার বাণীটি কীসের ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ড. আবুল ফাত্তাহ যে বিষয়ে বক্তব্য দিয়েছেন তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাফা শব্দের অর্থ-পবিত্রতা।

খ ইসলামের তাসাউফ বলতে আত্মশুদ্ধি সম্পর্কিত জ্ঞানকে বোঝায়।

ইসলামের প্রতিটি বিধানেরই একটি বাহ্যিক ও একটি অভ্যন্তরীণ দিক রয়েছে। ইসলামের বাহ্যিক দিক হলো শরিয়ত ও অভ্যন্তরীণ দিক হলো তাসাউফ। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ককে আধ্যাত্মিক ধ্যান ও জ্ঞানের দ্বারা জানার প্রচেষ্টাই হলো তাসাউফ। এছাড়া কুরআন ও হাদিসেও আত্মশুদ্ধি অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাসাউফ সম্পর্কিত বিষয়াদির গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাসাউফ জানা বা বোঝাকে ইলমে তাসাউফ বলে।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের আল্লাহর বাণী তাসাউফের ইঙ্গিত করে।

ইসলামে মানুষের বাহ্যিক দিকের মতো তার অন্তর নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা, সংশোধন ও শুদ্ধকরণের জন্যও ইসলাম প্রয়োজনীয় বিধান দিয়েছে। এ বিধানাবলির সাধারণ ও প্রচলিত নামই তাসাউফ। তাসাউফের চর্চার মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তর পবিত্র ও শুদ্ধ হয়। এর ফলে আত্মিক শুদ্ধতা ও প্রশান্তি অর্জিত হয় আল্লাহর বাণীতে এরই ইঙ্গিত পাই।

উদ্দীপকে মুমিন জীবনে তাসাউফের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক সেমিনারে ড. আবুল ফাত্তাহ কুরআনের একটি আয়াত উদ্ধৃত করেন যেখানে বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই সে সফলতা লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে এবং তার প্রতিপালকের নামে জিকির করে ও সালাত আদায় করে। এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইবাদতের পাশাপাশি আত্মিক পবিত্রতা অর্জন করার কথা উল্লেখ করেছন। আর আত্মিক পবিত্রতা অর্জনের বিষয়টিই তাসাউফ।

সুতরাং বলা যায় আল্লাহর বাণী তাসাউফের ইঙ্গিত করেছে।

ঘ ড. আবুল ফাত্তাহ তাসাউফের ওপর বক্তব্য দিয়েছেন। তাসাউফ চর্চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

তাসাউফের চর্চা ও অনুসরণ মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। ফলে মানুষ ভালো-মন্দের তফাৎ করতে পারে এবং সৎ জীবনযাপনে ব্রতী হয়। এ কারণে যাদের আত্মা কলুষিত এবং যারা অন্যায় থেকে বিরত থাকতে পারে না তাদের জন্য তাসাউফের চর্চা, সাধনা ও অনুশীলন অপরিহার্য।

উদ্দীপকের ড. আবুল ফাত্তাহ তাসাউফের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছেন। বস্তুত তাসাউফ দৃশ্য-অদৃশ্য পাপাচার থেকে বেঁচে থাকতে মানুষকে সাহায্য করে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য পাপ থেকে দূরে থাক' (সুরা আনআম: ১২০)। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, আত্মাকে শুদ্ধ করা ছাড়া বা মনের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি ছাড়া কোনোভাবেই অদৃশ্য পাপ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। তাসাউফের উদ্দেশ্য হলো অদৃশ্য পাপ থেকে মানুষকে রক্ষা করা।

পরিশেষে বলা যায়, আমরা অনেকেই অদৃশ্য পাপাচারে লিপ্ত। এ অবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো জীবনাচরণে তাসাউফ চর্চার প্রতিফলন ঘটানো।

প্রশ্ন ▶ ১৭ রফিক সাহেব একজন ধার্মিক ব্যক্তি। সব কাজে তিনি আল্লাহকে এমনভাবে ভয় করেন যেন জাহান্নামের আগুন তার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। তাই তিনি দুনিয়া বিমুখ এবং দুনিয়ার চাকচিক্যকে তুচ্ছ মনে করেন। তিনি মনে করেন তাসাউফ ইসলামের অঙ্গ। *[সরকারি বরিশাল কলেজ | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. মাযহাব কাকে বলে? ১

খ. 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে কুরআন শিখে এবং অপরকে শেখায়'—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রফিক সাহেবের চরিত্রে কোন সুফির বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রফিক সাহেবের মনোভাবের যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল্লাহ ও রাসুল (স) নির্দেশিত পন্থায় ইসলামি জীবনবিধান সম্পর্কিত ঘোষণালব্ধ মতামতই মাযহাব।

খ আলোচ্য হাদিসের মাধ্যমে কুরআন শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

কুরআন মজিদ মানবজীবনের হেদায়াত গ্রন্থ। এ মহাগ্রন্থ তিলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর রহমত লাভ করা যায়। তাছাড়া নফল ইবাদতসমূহের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই রাসুল (স) কুরআন শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, কুরআন শিক্ষা গ্রহণকারী ও শিক্ষাদানকারী সর্বোত্তম।

গ রফিক সাহেবের চরিত্রে বিখ্যাত সুফি হযরত হাসান বসরি (র) এর বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

হযরত হাসান বসরি (র) ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ মুত্তাকি। তিনি আল্লাহ তায়ালার ভয়ে সবসময় তটস্থ থাকতেন। আল্লাহর ভয় তাকে এতটাই পেয়ে বসেছিল যে তিনি মনে করতেন জাহান্নামের আগুন যেন তার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই তিনি সর্বদাই আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন থেকে বেলায়াত অর্জন করেন। রফিক সাহেবও অনুরূপ ধারণা পোষণ করেন। রফিক সাহেব একজন ধার্মিক ব্যক্তি। সব কাজে তিনি আল্লাহকে এমনভাবে ভয় করে চলেন যেন জাহান্নামের আগুন তার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই তিনি দুনিয়াবিমুখ এবং দুনিয়ার চাকচিক্য তুচ্ছ মনে করেন। তাই হযরত হাসান বসরি (র) ও আল্লাহর ভয়ে সবসময় তটস্থ থাকতেন। তাই বলা যায় যে, রফিক সাহেবের সাথে হযরত হাসান বসরি (র) এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ রফিক সাহেবের মনোভাব ইসলামের দৃষ্টিতে যথার্থ।

যারা মহান আল্লাহ ও রাসুলের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইসলামের সব বিধান মেনে চলে তাদেরকে মুত্তাকি বলা হয়। মুত্তাকি শব্দের অর্থ খোদাভীরু বা পরহেজগার। মুত্তাকির বৈশিষ্ট্য হলো তারা সবসময় আল্লাহকে এমনভাবে ভয় করে চলেন যেন জাহান্নামের আগুন তার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই তারা দুনিয়াবিমুখ এবং দুনিয়ার চাকচিক্য তুচ্ছ মনে করেন। রফিক সাহেব এমন মনোভাব পোষণ করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রফিক সাহেব একজন ধার্মিক ব্যক্তি। সব কাজে তিনি আল্লাহকে এমনভাবে ভয় করে চলেন যেন জাহান্নামের আগুন তার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই তিনি দুনিয়াবিমুখ এবং দুনিয়ার চাকচিক্য তুচ্ছ মনে করেন। এছাড়া তিনি আরও মনে করেন যে তাসাউফ ইসলামের অঙ্গ। রফিক সাহেবের মনোভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি একজন মুত্তাকি বা পরহেজগার ব্যক্তি। ইহকালীন জীবনে তিনি সম্মান, মর্যাদা ও পরকালীন জীবনে তিনি আল্লাহর ভালোবাসা ও জান্নাত লাভ করবেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মুত্তাকিদেরকে ভালোবাসেন।' আর তাসাউফ হলো ইসলামের অভ্যন্তরীণ দিক। এ কারণে একে ইসলামের অঙ্গ বলা হয়। সুতরাং রফিক সাহেবের এ মনোভাবটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১৮ জামাল সাহেব সালাত ও সাওম আদায় করেন না। কিন্তু তিনি ঈদের আগে দামী পোশাক কিনে সবার আগে ঈদগাহে যান। ঈদগাহে সকলে তাকে সমীহ করলেই তিনি ঢের খুশী হন। রমজানে সাওম ও অন্যান্য আমল করার চেয়ে ঈদের রাতে পটকা ফুটিয়ে এবং ঈদের দিন মহাসমারোহে অনুষ্ঠান করতেই তিনি অধিক আগ্রহী থাকেন। *[সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ, পিরোজপুর | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. তাসাউফের মৌলিক উদ্দেশ্য কী? ১

খ. রাসুলুল্লাহ (স) এর জীবনে কখন তাসাউফ চর্চার সূচনা হয়? ২

গ. জামাল সাহেবের কাজকর্মে ইসলামের কোন্ মৌলিক দিকটি অবর্তমান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ঈদ উপলক্ষে জামাল সাহেব যা করেন তার বিনিময়ে তিনি পরকালে সাওয়াবের অধিকারী হতে পারেন কি? যুক্তিসহ লেখ। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তাসাউফের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো—আত্মা ও দেহের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তায়ালার পরিচয় লাভ করা।

Teachingbd24.com

খ নবওয়াত লাভের পূর্বে রাসুলুল্লাহ (স) এর জীবনে তাসাউফ চর্চার সূচনা হয়।

রাসুলুল্লাহ (স) নবুওয়ত লাভের পূর্বে মক্কা নগরীর অদূরে অবস্থিত হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। তিনি মানব হৃদয়ের অপূর্ণতায় ব্যথিত হয়ে আত্মার পবিত্রতার জন্য বিশ্ব স্রষ্টার ধ্যানে রত থাকতেন। পরবর্তীতে, কর্মময় তেইশ বছরের নবুওয়ত জীবনে অসংখ্য বার তন্ময়তা ধ্যান-মগ্নতায় তিনি অনন্য হয়ে ওঠেন।

গ জামাল সাহেবের মধ্যে ইসলামের অভ্যন্তরীণ দিক অর্থাৎ তাসাউফের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

তাসাউফ মূলত আত্মশুদ্ধি অর্জনের পথ বা সোপান। তাসাউফ অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষের অন্তর পবিত্র ও শুদ্ধ হয়। ফলে মানুষের মনে কোনো কলুষতা বা কপটতা থাকে না। আর তাই যাদের মনে শঠতা থাকে তাদের মধ্যে তাসাউফের চর্চা, অনুশীলন ও শিক্ষা অনুপস্থিত বলা যায়। উদ্দীপকের জামাল সাহেবের ক্ষেত্রে এ কথাটি পুরোপুরি প্রযোজ্য।

উদ্দীপকে জামাল সাহেব সালাত-সাওম আদায় করেন না। কিন্তু ঈদের আগে দামী পোশাক পরে ঈদগাহে যান, ঈদের রাতে পটকা ফুটানো এবং মহাসমারোহে অনুষ্ঠান করতেই পছন্দ করেন। এ থেকে বোঝা যায়, তার অন্তরে ইসলামের বিধানের প্রতি পূর্ণ আস্থা নেই। বরং তার অন্তর শঠতা ও কপটতার আবরণে কলুষিত হয়ে পড়েছে। অন্তরের এরূপ অবস্থা হয় কেবল তাসাউফের অনুসরণের অভাবে। কারণ তাসাউফের শিক্ষা থাকলে মানুষ শরিয়তের বিধান আন্তরিকতার সাথে ও সঠিকভাবে পালন করতে পারে বা করে থাকে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের জামাল সাহেবের তাসাউফের অনুশীলন ও অনুসরণ না করায় তার মধ্যে শরিয়তের বিধান সঠিকভাবে পালনের ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়।

ঘ শরিয়তের সাথে তাসাউফের সমন্বয় না ঘটায় জামাল সাহেব পরকালে সওয়াব পাবেন না।

শরিয়ত ও তাসাউফ একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। এজন্য কেবল শরিয়ত মেনে চললে যেমন গ্রহণযোগ্য হবে না, তেমনি শুধু তাসাউফের অনুসরণেও সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়। এ কারণে একই সাথে শরিয়ত ও তাসাউফের অনুসরণ অনিবার্য। কিন্তু উদ্দীপকের জামাল সাহেবের কর্মকাণ্ডে কেবল শরিয়তের দিকটি পালিত হওয়ায় তার ইবাদতে সওয়াব লাভ হবে না।

জামাল সাহেব প্রতিবছর মহাসমারোহে ঈদ পালন করেন। ঈদ ইসলামের একটি বিধানের বাহ্যিক দিক। সুতরাং এটি শরিয়তের অংশ। অর্থাৎ জামাল সাহেব ঈদের মাধ্যমে শরিয়তের নির্দেশ মান্য করেছেন। কিন্তু তিনি এক্ষেত্রে তাসাউফের অনুসরণ করেননি। অথচ ইবাদত গ্রহণযোগ্য হওয়া না হওয়া নির্ভর করে তাসাউফের ওপর। কেননা আল্লাহ তায়ালা মানুষের বাহ্যিক রূপ দেখেন না; অন্তরের অবস্থা দেখেন। কিন্তু জামাল সাহেবের মধ্যে তাকওয়া পরিলক্ষিত হয় না। বরং তিনি লোক দেখানোর জন্য ঈদ করেন। ফলে তার এই ইবাদত নিশ্চিতভাবেই কবুল হবে না।

পরিশেষে বলা যায়, জামাল তার ইবাদতে শরিয়ত ও তাসাউফের সমন্বয় ঘটালেই কেবল তা আল্লাহ তায়ালার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ রবিউল আলম জীবনে কখনো ধর্মের বিধান মেনে চলার চেষ্টাই করেননি। ফলে তার আত্মা কলুষিত হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি এক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি অল্পের জন্য বেঁচে যান। এখন তিনি নিয়মিত সালাত আদায় করছেন। ফলে তার মধ্যে এক ধরনের আত্মিক প্রশান্তি সৃষ্টি হয়েছে। তিনি আত্মশুদ্ধির আনন্দ লাভ করেছেন। *[মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১২]*

ক. মাযহাব কাকে বলে? ১

খ. তাসাউফ কীভাবে পাপ প্রবণতা দূর করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে সালাতের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রবিউল আলম আত্মশুদ্ধির জন্য আর কী কী পদক্ষেপ নিতে পারেন তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে উপস্থাপন করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজতাহিদদের উদ্ভাবিত মূলনীতির আলোকে বের হওয়া মাসয়ালার নাম মাযহাব।

খ আত্মাকে পবিত্র করার মাধ্যমে তাসাউফ মানুষের পাপপ্রবণতা দূর করে।

বিভিন্ন রকম অসৎ গুণ ও পাপপ্রবণতা মানুষের অন্তর অপবিত্র রাখে। কুপ্রবৃত্তি অন্তরে খারাপ বাসনা তৈরি করে। কাজে পরিণত করা না গেলেও এসব খারাপ বাসনাই আত্মাকে অপবিত্র করার জন্য যথেষ্ট। তাসাউফের লক্ষ্য হলো উল্লিখিত সবরকমের অপবিত্রতা থেকে মানুষকে পবিত্র রাখা।

গ উদ্দীপকে সালাতের আধ্যাত্মিক গুরুত্বের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

সালাত একটি আনুষ্ঠানিক ও দৈহিক ইবাদত। তবে সালাতের মূল আবেদন আত্মিক ইবাদত হিসেবে। সালাত মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে মানসিক প্রশান্তি সৃষ্টি করে। এটি সালাতের আধ্যাত্মিক গুরত্বেরই প্রতিফলন। উদ্দীপকেও রবিউল আলম সালাতের আধ্যাত্মিক গুরুত্বের ফলভোগী হয়েছেন।

রবিউল আলম কিছুদিন পূর্বেও ধর্ম-কর্মে মনোযোগী ছিলেন না। তার আত্মা ছিল কলুষিত। কিন্তু সালাত আদায় করার অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে তিনি তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে সালাতের মাধ্যমে মানবাত্মা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করে। কাঙ্ক্ষিত প্রিয় সত্তার সান্নিধ্য লাভ করায় আত্মার উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা দূর হয়ে যায়। তার মধ্যে প্রশান্তি বিরাজ করে। ফলে আত্মার সার্বিক অবস্থানে স্থিরতা ও তৃপ্তি নেমে আসে। উদ্দীপকের রবিউল আলমের ক্ষেত্রেও এমনটি হয়েছে। সালাত আদায়ের মাধ্যমে তার কলুষিত আত্মা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে প্রশান্তি লাভ করেছে। সুতরাং দেখা যায়, রবিউল আলমের আত্মিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে সালাতের আধ্যাত্মিক তাৎপর্যই প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ রবিউল আলম আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য সালাত আদায়ের পাশাপাশি আল্লাহর জিকর, তাবলিগ, সৎ গুণাবলির অনুসরণ, তওবা ও মাগফিরাত কামনা করতে পারেন।

মানুষের চালিকাশক্তি ও জীবনীশক্তি হলো আত্মা। আত্মা সুস্থ থাকলে মানুষও সুস্থ থাকে। আর আত্মাকে পরিশুদ্ধ ও সুস্থ রাখার জন্য তাসাউফের অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই। উদ্দীপকের রবিউল আলমও তাসাউফের চর্চার মাধ্যমে পরিপূর্ণ আত্মিক প্রশান্তি লাভ করতে পারেন।

রবিউল আলম নিয়মিত সালাত আদায় করেন। আত্মাকে সুস্থ রাখতে তিনি সালাত আদায়ের সাথে সাথে বেশি করে আল্লাহর জিকর করতে পারেন। আবার নিজে সৎ পথে চলার পাশাপাশি তিনি অন্যকেও সৎ কাজের জন্য উৎসাহিত করতে পারেন। এর ফলে তার আত্মা সুস্থ ও পবিত্র থাকবে। তাছাড়া তিনি রাসুলুল্লাহ (স) ও তার সাহাবিগণের জীবনের সৎগুণাবলির অনুসরণের মাধ্যমেও আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে পারেন। তবে তিনি যেহেতু পূর্বে অনেক অন্যায় করেছেন, সেহেতু সব

Teachingbd24.com

সময় আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারেন। তওবার মাধ্যমে ভবিষ্যতে অন্যায় না করার দৃঢ় প্রত্যয় জ্ঞাপন করলে তার আত্মা আরও প্রশান্তি লাভ করবে।

এভাবে ওপরের কাজগুলোর মাধ্যমে তিনি আত্মিকভাবে লাভবান হতে পারেন। পরিশেষে বলা যায়, উল্লিখিত বিষয়গুলো তাসাউফ চর্চারই নামান্তর। তাই তাসাউফ চর্চা ও সাধনার মাধ্যমেই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে আত্মিক প্রশান্তি লাভ করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶২০ কাবা শরিফের একজন ইমামকে সালাতে জাহান্নামের ভয়াবহতার বিবরণ সম্বলিত আয়াত তিলাওয়াতের সময় প্রায়শই কাঁদতে দেখা যায়। এ অবস্থা দেখে অনেক হাজি সাহেব দেশে ফিরে এলাকার মসজিদের ইমামের কাছে বিষয়টি জানতে চাইলে ইমাম সাহেব বলেন, বিগলিত হৃদয়সহ ইবাদত দোষণীয় নয় বরং আল্লাহর নিকট এটি পছন্দনীয় পন্থা। *[মিরপুর কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. তরিকায়ে কাদেরিয়া কী? ১

খ. আল্লাহ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর জ্যোতি— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কাবা শরিফের ইমামের কর্মকাণ্ডে কী ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে এলাকার ইমাম সাহেবের বক্তব্যে সাথে তুমি কি একমত? তোমার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বড়পির আব্দুল কাদির জিলানি (র) এর প্রতিষ্ঠিত তরিকা হলো তরিকায়ে কাদিরিয়া।

খ আল্লাহ তায়ালা আকাশসমূহ ও পৃথিবীর জ্যোতি এ কথাটি দ্বারা তাসাউফের পরিচয় পাওয়া যায়।

তাসাউফকে কুরআন ও হাদিসনির্ভর একটি আধ্যাত্মিক বিধিব্যবস্থা হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। কেননা কুরআন ও হাদিসে এমন অসংখ্য রহস্যময় আধ্যাত্মিক বক্তব্য পাওয়া যায়, যার মাধ্যমে সহজে বোঝা যায় তাসাউফ কুরআন ও হাদিস দ্বারা উদ্ভূত হতে পারে। কুরআনের আলোচ্য বাণীটিও তেমনি যা দ্বারা তাসাউফের পরিচয় পাওয়া যায়।

গ উদ্দীপকে কাবা শরিফের ইমামের কর্মকাণ্ডে তাসাউফের বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

তাসাউফ মূলত আত্মশুদ্ধি অর্জনের পথ বা সোপান। সব নবি-রাসুল দিনের বেলায় ইসলাম প্রচার করতেন এবং গভীর রাতে আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন হতেন। নবি-রাসুলগণের সাহাবিগণও ধ্যানমগ্ন অবস্থায় আল্লাহর ইবাদত করতেন। আর এভাবেই ইসলামের প্রথম যুগ হতেই আধ্যাত্মিকতা অর্জনের প্রচেষ্টা শুরু হয় যার সুফল বর্তমানেও বিদ্যমান। উদ্দীপকেও এ বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাবা শরিফের একজন ইমামকে সালাতে জাহান্নামের ভয়াবহতার বিবরণ সম্বলিত আয়াত তিলাওয়াতের সময় প্রায়শই কাঁদতে দেখা যায়। ইমামের এরূপ কর্মকাণ্ডে মূলত তাসাউফের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ইসলামের সকল সৎগুণের মূল হলো তাকওয়া। মানুষের চরিত্র গঠন ও চরিত্র সুরক্ষার এ হলো এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। তাসাউফের লক্ষ্য হলো মানুষকে তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত করে শ্রেষ্ঠতম চারিত্রিক গুণাবলিতে বিভূষিত হওয়ার পথ করে দেওয়া। মানুষের চালিকাশক্তি ও জীবনীশক্তি হলো আত্মা। আত্মা পবিত্র থাকলে মানুষ পবিত্র থাকে। আত্মা সুস্থ থাকলে মানুষও সুস্থ থাকে। শরীর সুস্থ ও পবিত্র থাকার পর যদি কেবল আত্মা অপবিত্র বা অসুস্থ থাকে তাহলে মানুষের পক্ষে সুস্থ ও পবিত্র থাকা সম্ভব হয় না। আর তাসাউফের প্রভাবেই আত্মা পবিত্র হয়। সুতরাং তাসাউফের প্রভাবে আত্মা পবিত্র হওয়ার কারণে তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হয়ে সালাতে জাহান্নামের ভয়াবহতায় অন্তর বিগলিত হয়। আর সালাতের মধ্যে আবেগি হয়ে কান্নাকাটি করা দোষের কিছু নয়; বরং এই সালাত আল্লাহর কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে এলাকার ইমাম সাহেবের বক্তব্যটি যৌক্তিক হওয়ায় আমি তার বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করছি।

আল্লাহর শাস্তির ভয়ে আবেগি হয়ে ইবাদতে কান্নাকাটি করা মূলত তাকওয়ার চরম পর্যায়। তাকওয়ার প্রভাবে ইবাদত কান্নাকাটি করা দোষের কিছু নয়; বরং আল্লাহর নৈকট্য হাছিল সহজ হয়। ইমাম সাহেবের বক্তব্যে এ বিষয়টিই ফুটে উঠে।

কাবা শরিফের একজন ইমামকে সালাতে জাহান্নামের ভয়াবহতার বিবরণ সম্বলিত আয়াত তিলাওয়াতের সময় প্রায়শই কাঁদতে দেখা যায়। এ অবস্থা দেখে অনেক হাজি দেশে ফিরে এলাকার মসজিদের ইমামের কাছে বিষয়টি জানতে চাইলে ইমাম সাহেব বলেন, বিগলিত হৃদয়সহ ইবাদত দোষণীয় নয় বরং আল্লাহর নিকট এটি পছন্দনীয় পন্থা। ইমাম সাহেবের এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত পোষণ করছি। কারণ ইবাদতে কান্নাকাটি করা তাকওয়া অর্জনের চরম পর্যায়। তাসাউফের প্রভাবে তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হলেই মানুষ কেবল ইবাদতে আবেগি হয়ে কান্নাকাটি করে। আবার, ইবাদতে কান্নাকাটি করা খুশু-খযুসহ ইবাদত করারই নামান্তর। এরূপ ইবাদত আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। এর মাধ্যমে অতি সহজেই আল্লাহর নৈকট্য হাসিল সম্ভব হয়। সাহাবায়ে কেরামগণও সালাতে অধিক পরিমাণে কান্নাকাটি করতেন। পরবর্তী যুগে তাবেয়ি, তাবে-তাবেয়িসহ সকল বুজুর্গ ব্যক্তিগণই এই পথ অনুসরণ করেন।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ইমাম সাহেবের বক্তব্যটি যৌক্তিক। তাই আমি তার বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করছি।

প্রশ্ন ▶২১ নাহিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। হোস্টেলে থেকেই পড়াশুনা করছে। ঈদ শেষে ঢাকা ফিরছে, পথিমধ্যে তার বাস ডাকাত কবলিত হয়। ডাকাতরা যাত্রীদের সবকিছু লুটে নেয়। তার কাছে কিছু আছে কিনা জিজ্ঞাসা করতেই জবাবে বলল, আমার পরীক্ষা ফি ও অন্যান্য খরচ বাবদ দশ হাজার টাকা আছে। সে লুকানো টাকাগুলো দেখিয়ে বলল, নাও। ডাকাত দল বলল, তুমি না বললে পারতে। নাহিদ বলল, আমার মা আদেশ করেছেন মিথ্যা না বলার জন্য। ডাকাত দল মুগ্ধ হয়ে টাকা ফেরত দিল। *[নওয়াব হাবিবুল্লাহ মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. আত্মশুদ্ধি অর্জনের সোপান কী? ১

খ. আহলে সুফফা কারা? ২

গ. নাহিদের সত্যবাদিতার এরূপ দৃষ্টান্ত কোন মহান ব্যক্তির জীবনের সাথে মিলে যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'সৎ আদর্শবান মানুষ হিসেবে নাহিদ ও উক্ত মহান ব্যক্তি আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ বর্ণনা করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আত্মশুদ্ধি অর্জনের সোপান হলো তাসাউপ।

খ একদল নির্দিষ্ট জ্ঞানপিপাসু সাহাবিদের আহলে সুফফা বলা হয়।

মদিনায় হিজরতের পর যেসব সাহাবি সর্বহারা হয়ে এসেছিলেন, তাঁদের অবস্থানের জন্য রাসুল (স) মসজিদে নববি সংলগ্ন একটি কুটির নির্মাণ

Teachingbd24.com

করেছিলেন। এটিকে 'সুফফা' বলা হতো। এতে যারা অবস্থান করতেন, তাদেরকে 'সুফফার আধিবাসী' বা 'আহলে-সুফফা' বলা হতো। এরা সর্বক্ষণ রসুলুল্লাহর (স) সাহচর্যে থাকতেন, জ্ঞানচর্চা করতেন। সে বিবেচনায় 'সুফফা' ইসলামের প্রথম শিক্ষাকেন্দ্রও বটে। আসহাবে-সুফফার সদস্য সংখ্যা পাঁচ থেকে সত্তরজন পর্যন্ত হতে পারে। হাদিস, তাফসির, ফিকাহ প্রভৃতি দীনি ইলম বিস্তারের ক্ষেত্রে যেসব সাহাবি সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং এখনও প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছেন, এঁদের প্রায় সবাই কোন না কোন সময় সুফফায় বসবাস করেছেন বলে জানা যায়।

গ নাহিদের সত্যবাদিতার এরূপ নিদর্শন হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (র) এর জীবনের ঘটনার সাথে সাদৃশ্য রয়েছে।

আব্দুল কাদির জিলানি (র) বাগদাদ গমনকালে তাঁর মাতা তাঁকে চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা জামার আস্তিনে সেলাই করে দেন এবং কখনো মিথ্যা না বলার উপদেশ দেন। বাগদাদ যাওয়ার পথে তাঁর কাফেলা হামাদান নামক স্থানে ডাকাতদের কবলে পড়ে। ডাকাতেরা যাত্রীদের সবকিছু লুটে নেয়। তাঁর কাছে কিছু আছে কি না ডাকাতেরা জিজ্ঞেস করলে তিনি চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা আছে বলে জানান। স্বর্ণমুদ্রাগুলো এমনভাবে লুকানো ছিল যে তিনি স্বীকার না করলেও পারতেন। এ বিষয়ে ডাকাতের সর্দার জানতে চাইলে তিনি তাঁর মায়ের মিথ্যা না বলার উপদেশের কথা বলেন। ডাকাতেরা তাঁর মাতৃভক্তি ও সত্যবাদিতায় মুগ্ধ হয় এবং নিজেদের অপকর্মের জন্য লজ্জিত হয়। তারা তওবা করে খাঁটি মুসলমান হয়ে যায়। নাহিদের মধ্যেও এর ইঙ্গিত পাই।

উদ্দীপকের নাহিদ ঈদ শেষে ঢাকা ফেরার পথে বাস ডাকাত কবলিত হলে সে সত্য কথা বলে সব টাকা বের করে দেয়। অথচ স্বীকার না করলে ডাকাতেরা টাকার কথা জানতে পারত না। এক্ষেত্রে সেও বড়পীরের ন্যায় মায়ের আদেশে সত্য বলেছে। আর তার সত্যবাদিতায় মুগ্ধ হয়ে ডাকাতরা তার টাকা ফেরত দিয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই ঘটনার সাথে বড়পির আব্দুল কাদির জিলানি (র) এর জীবনের ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ সৎ ও আদর্শবান মানুষ হিসেবে নাহিদ ও আব্দুল কাদির জিলানি (র) আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।

গাউসুল আজম হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (র) অত্যন্ত সত্যবাদী ও সাহসী ছিলেন। খোদাভীতি তাঁর সবচেয়ে বড় মহৎ গুণ। তিনি রাতের প্রথম অংশে নামাজ পড়তেন, মধ্য অংশে জিকর করতেন, তৃতীয় অংশে কুরআন মজিদ তেলাওয়াত করতেন। তিনি মায়ের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। তাই তো তিনি ডাকাত দল কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তাহীনতা সত্ত্বেও মায়ের আদেশ অনুযায়ী সত্য প্রকাশে কুণ্ঠাবোধ করেননি।

উদ্দীপক অনুসারে আব্দুল কাদির জিলানি (র) এর সাথে নাহিদের চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে। নাহিদও অত্যন্ত সৎ ও সাহসী। সে শত বিপদের সামনেও মিথ্যার আশ্রয় নেননি। কারণ সে তার মায়ের আদেশ পালনে ছিল বদ্ধপরিকর। একজন মানুষকে সৎ ও আদর্শবান হওয়ার জন্য সত্যবাদী হতে হবে। মায়ের আদেশ পালন করতে হবে। কারণ কোনো মা তার সন্তানের কখনও খারাপ চান না। খোদাভীতি থাকতে হবে। কেননা খোদাভীতি মানুষকে অন্যায় বা খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখে এবং সাথে সৎকর্মে উৎসাহিত করে।

পরিশেষে বলা যায়, সৎ ও আদর্শবান হতে হলে নাহিদ ও আব্দুল কাদির জিলানি (র) এর অনুসরণে আমাদেরকে খোদাভীরু হতে হবে, সত্যবাদী হতে হবে, সাহসী হতে হবে এবং মায়ের আদেশ পালন করতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ২২ শফিক তার বাবাকে বলল, আমি লেখাপড়া শেষ করে তাসাউফের অনুশীলন করব। শফিকের বাবা বললেন, তাসাউফ শিক্ষার কোন দরকার নেই, তাছাড়া এর সাথে শরিয়তের কোনো সম্পর্ক নেই। বিষয়টি শফিক তার শিক্ষককে বললে তিনি বলেন, তাসাউফ শরিয়তের বাইরে নয়। তাসাউফ ও শরিয়ত হলো একটি অন্যটির পরিপূরক। তবে এদের মধ্যে কিছুটা বৈসাদৃশ্যমূলক সম্পর্কও রয়েছে। *[নড়াইল সরকারি মহিলা কলেজ, নড়াইল | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. গাউসুল আজম কাকে বলা হয়? ১

খ. তাসাউফ কীভাবে পাপপ্রবণতা দূরীকরণ করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. শফিকের বাবার বক্তব্যটি শরিয়তের দৃষ্টিতে কীরূপ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি শফিকের শিক্ষকের শেষ উক্তিটিকে সমর্থন কর? মতামত মূল্যায়ন করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বড়পির হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (র)কে গাউসুল আজম বলা হয়।

খ আত্মাকে পবিত্র করার মাধ্যমে তাসাউফ মানুষের পাপপ্রবণতা দূর করে।

বিভিন্ন রকম অসৎ গুণ ও পাপপ্রবণতা মানুষের অন্তর অপবিত্র রাখে। কুপ্রবৃত্তি অন্তরে খারাপ বাসনা তৈরি করে। কাজে পরিণত করা না গেলেও এসব খারাপ বাসনাই আত্মাকে অপবিত্র করার জন্য যথেষ্ট। তাসাউফের লক্ষ্য হলো উল্লিখিত সবরকমের অপবিত্রতা থেকে মানুষকে পবিত্র রাখা।

গ শফিকের বাবার বক্তব্য, 'তাসাউফ শিক্ষার কোনো দরকার নেই, এর সাথে শরিয়তের কোনো সম্পর্ক নেই' শরিয়তের দৃষ্টিতে সঠিক নয়।

দেহ ও আত্মার সামষ্টিক রূপ হচ্ছে মানুষ। আর মানুষের ইহ ও পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যই ইসলামের উদ্দেশ্য। সেজন্য শরিয়ত ও তাসাউফকে দেহ ও আত্মার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আত্মা ব্যতীত দেহ যেমন কল্পনা করা যায় না তেমনি দেহ ছাড়া আত্মা অস্তিত্বহীন। একইভাবে শরিয়ত ও তাসাউফ পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু উদ্দীপকের শফিকের বাবার বক্তব্যে এর বৈপরিত্য লক্ষ করা যায়।

শফিকের বাবা বলেন, তাসাউফ শিক্ষার কোনো দরকার নেই। এর সাথে শরিয়তের কোনো সম্পর্ক নেই। মূলত ইসলামের বাহ্যিক দিক হচ্ছে শরিয়ত আর অভ্যন্তরীণ দিক তাসাউফ। যেমন—শরিয়ত সালাতের নির্দেশ দেয় কিন্তু এর গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে তার আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতার ওপর, আর ইবাদত পালনে এই একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা তৈরীর মাধ্যম হচ্ছে তাসাউফ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শফিকের বাবার বক্তব্যটি শরিয়তের দৃষ্টিতে ভুল এবং ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

ঘ তাসাউফ ও শরিয়ত হলো একটি অপরটির পরিপূরক। তবে এদের মধ্যে কিছুটা বৈশাদৃশ্যমূলক সম্পর্ক রয়েছে— শফিকের শিক্ষকের এ উক্তিটি আমি সমর্থন করি।

ইসলামের প্রতিটি বিধানের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক রয়েছে। বাহ্যিক দিক হলো শরিয়ত আর অভ্যন্তরীণ দিক হলো তাসাউফ। ইসলাম মানুষের বাহ্যিক জীবনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যে বিধান দিয়েছে তা-ই শরিয়ত। অপরদিকে আত্মাকে সুস্থ রেখে সব অনৈতিক কাজ থেকে মুক্ত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকে তাসাউফ বলে। শরিয়ত ও তাসাউফ একটি অপরটির পরিপূরক যা শফিকের শিক্ষকের বক্তব্যে উঠে এসেছে।

Teachingbd24.com

শিক্ষক বলেন, তাসাউফ শরিয়তের বাইরে নয়। তাসাউফ ও শরিয়ত একটি অপরটির পরিপূরক। তবে এদের মধ্যে কিছুটা বৈশাদৃশ্যমূলক সম্পর্কও রয়েছে। শরিয়ত ও তাসাউফ যেহেতু এক বিষয় নয় তাই এদের মধ্যে কিছুটা অমিল থাকা অস্বাভাবিক নয়। যেমন-শরিয়ত দৈহিক বিধান আর, তাসাউফ আত্মিক বিধান। শরিয়তের হুকুম হলো দৃশ্যমান আর তাসাউফের হুকুম দৃশ্যমান নয়। ব্যক্তির মুসলমান হওয়া শরিয়তের সাথে সম্পর্কিত আর মুসলমানিত্ব রক্ষায় প্রয়োজন তাসাউফ। এদের মধ্যকার পরিপূরকতা আর বৈসাদৃশ্যতা একটি উদাহরণে ফুটে ওঠে। যেমন, শরিয়ত সালাতের নির্দেশ দেয় আর তা আমলে বাস্তবায়ন করা নির্ভর করে তাসাউফের ওপর।

সুতরাং ইমাম সাহেবের সাথে একমত হয়ে বলতে পারি, কিছুটা বৈসাদৃশ্য থাকলেও তাসাউফ ও শরিয়তের মধ্যকার সাদৃশ্যই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়।

প্রশ্ন ▶২৩ শাকিল শিকদার প্রতি বছর ঈদুল আযহার সময় মহাসমারোহে কুরবানি করেন। অনেক দাম দিয়ে বাজারের সেরা গরুটিই তিনি কিনে থাকেন। এ ব্যাপারে তার আড়ম্বর এতটাই বেশি যে এলাকার সবার কাছে তিনি কুরবানির পশু কেনায় সুপরিচিত। তিনি এভাবে কুরবানি দিতে পেরে মনে মনে খুব আনন্দ পান। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেয়ে লোক দেখানোতেই যেন তার সকল সুখ। *[বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা ▮ প্রশ্ন নং ১১]*

ক. হযরত মুইনুদ্দিন চিশতি কত বছর বয়সে কুরআন মজিদ মুখস্থ করেন? ১

খ. আল্লাহকে হৃদয়ে ধারণ করতে হলে তাসাউফ শিক্ষা জরুরি কেন? ২

গ. শাকিল শিকদারের মধ্যে কোন দিকটির অভাব পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর শাকিল শিকদারের কুরবানি আল্লাহর নিকট কবুল হবে? যুক্তিসহ উত্তর দাও। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত মুইনুদ্দিন চিশতি (র) মাত্র নয় বছর বয়সে কুরআন মজিদ মুখস্থ করেন।

খ আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য তাসাউফ শিক্ষা অপরিহার্য। আর শুদ্ধ আত্মাই হলো আল্লাহকে হৃদয়ে ধারণ করার বাহন।

মানুষের শুদ্ধতম অন্তর আল্লাহকে ধারণ করতে পারে। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন, 'আমার আসমান-জমিন আমাকে ধারণ করতে পারে না। কিন্তু মুমিনের অন্তরে আমার ঠাঁই হয়।' তাসাউফ ব্যক্তির আত্মাকে বিশুদ্ধ করে আল্লাহর অবস্থানের উপযোগী করে তোলে। সুতরাং তাসাউফ শিক্ষা অত্যন্ত জরুরি।

গ শাকিল শিকদারের মধ্যে ইসলামের অভ্যন্তরীণ দিক অর্থাৎ তাসাউফের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

তাসাউফ মূলত আত্মশুদ্ধি অর্জনের পথ বা সোপান। তাসাউফ অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষের অন্তর পবিত্র ও শুদ্ধ হয়। ফলে মানুষের মনে কোনো কলুষতা বা কপটতা থাকে না। আর তাই যাদের মনে শঠতা থাকে তাদের মধ্যে তাসাউফের চর্চা, অনুশীলন ও শিক্ষা অনুপস্থিত বলা যায়। উদ্দীপকের শাকিল শিকদারের ক্ষেত্রে এ কথাটি পুরোপুরি প্রযোজ্য।

শাকিল শিকদার শরিয়তের একটি হুকুম কুরবানি প্রতিবছরই পালন করেন। কিন্তু কুরবানির মূল উদ্দেশ্য দিয়ে তিনি অনুপ্রাণিত নন। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যেই কুরবানি করা উচিত। কিন্তু শাকিল শিকদার লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কুরবানি করেন। এ থেকে বোঝা যায়, তার অন্তরে ইসলামের বিধানের প্রতি পূর্ণ আস্থা নেই। বরং তার অন্তর শঠতা ও কপটতার আবরণে কলুষিত হয়ে পড়েছে। অন্তরের এরূপ অবস্থা হয় কেবল তাসাউফের অনুসরণের অভাবে। কারণ তাসাউফের শিক্ষা থাকলে মানুষ শরিয়তের বিধান আন্তরিকতার সাথে ও সঠিকভাবে পালন করতে পারে বা করে থাকে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের শাকিল শিকদার তাসাউফের অনুশীলন ও অনুসরণ না করায় তার মধ্যে শরিয়তের বিধান সঠিকভাবে পালনের ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়।

ঘ শরিয়তের সাথে তাসাউফের সমন্বয় না ঘটায় শাকিল শিকদারের কুরবানি আল্লাহর কাছে কবুল হবে না।

শরিয়ত ও তাসাউফ একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। এজন্য কেবল শরিয়ত মেনে চললে যেমন গ্রহণযোগ্য হবে না, তেমনি শুধু তাসাউফের অনুসরণেও সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়। এ কারণে একই সাথে শরিয়ত ও তাসাউফের অনুসরণ অনিবার্য। কিন্তু উদ্দীপকের শাকিল শিকদারের কর্মকাণ্ডে কেবল শরিয়তের দিকটি পালিত হওয়ায় তার ইবাদত গ্রহণযোগ্য হবে না।

শাকিল শিকদার প্রতিবছর মহাসমারোহে কুরবানি দেন। কুরবানির এই ইবাদত ইসলামের একটি বিধানের বাহ্যিক দিক। সুতরাং এটি শরিয়তের অংশ। অর্থাৎ শাকিল শিকদার কুরবানির মাধ্যমে শরিয়তের নির্দেশ মান্য করেছেন। কিন্তু তিনি এক্ষেত্রে তাসাউফের অনুসরণ করেননি। অথচ ইবাদত গ্রহণযোগ্য হওয়া না হওয়া নির্ভর করে তাসাউফের ওপর। কুরবানি প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'কুরবানির পশুর গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না। বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া' (সুরা হজ : ৩৭)। কিন্তু শাকিল শিকদারের মধ্যে তাকওয়া পরিলক্ষিত হয় না। বরং তিনি লোক দেখানোর জন্য কুরবানি করেন। ফলে তার এই কুরবানির ইবাদত নিশ্চিতভাবেই কবুল হবে না।

পরিশেষে বলা যায়, ইবাদতে শরিয়ত ও তাসাউফের সমন্বয় ঘটালেই কেবল তা আল্লাহ তায়ালার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

প্রশ্ন ▶২৪ 'X' একজন মধ্য বয়সী সচ্ছল মানুষ। কিন্তু তিনি কখনো অপব্যয় করেন না এবং মৌলিক ইবাদত বাদ দেন না। বর্তমানে তিনি অধিক রাত জেগে সালাত ও জিকির করেন। অন্তরের পরিশুদ্ধি এবং স্রষ্টার নৈকট্য প্রাপ্তির আশায় তার ভাই 'Y' আয়েশী জীবনযাপন করেন। তিনি শুধু মৌলিক ইবাদতটুকুই করেন। জীবনযাপনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলে বলেন— আমি ব্যস্ত মানুষ। তাছাড়া একদমই রাত জাগতে পারি না। *[নোয়াখালী সরকারি কলেজ ▮ প্রশ্ন নং ১০]*

ক. তাসাউফ অর্থ কী? ১

খ. বর্তমান বিশ্বে উল্লেখযোগ্য তরিকা কয়টি ও কী কী? ২

গ. 'X' এর আচরণ কোন দিকের ইঙ্গিত করে? তার গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে আত্মশুদ্ধির উপায়গুলো বর্ণনা করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তাসাউফ অর্থ পরিচ্ছন্ন হওয়া, পবিত্র হওয়া।

খ বর্তমান বিশ্বে উল্লেখযোগ্য তরিকা ৪টি।

যথা: ১. তরিকাই-ই-জাবরিয়া

২. তরিকাই-চিশতিয়া

৩. তরিকাই-নকশবন্দিয়া

৪. তরিকাই- মুজাদ্দেদিয়া।

গ সৃজনশীল ৪ নং প্রশ্নের 'গ'-এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪ নং প্রশ্নের 'ঘ'-এর উত্তর দেখো।

Teachingbd24.com